৭.৬.১ বছর ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল নিয়মিত বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন। বিভিন্ন বিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনায় আইনের প্রয়োগের চাইতে নিয়মিত পরিদর্শন ও সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদানকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পরিদর্শন টিম বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন, পরামর্শ প্রদান এবং পরামর্শ প্রতিপালন বিষয়ে মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শকগণ এবং নিরাপদ খাদ্য অফিসারগণ কর্তৃক নিয়মিত খাদ্যস্থাপনা, হাট-বাজার ইত্যাদি পরিদর্শন করা হচ্ছে।

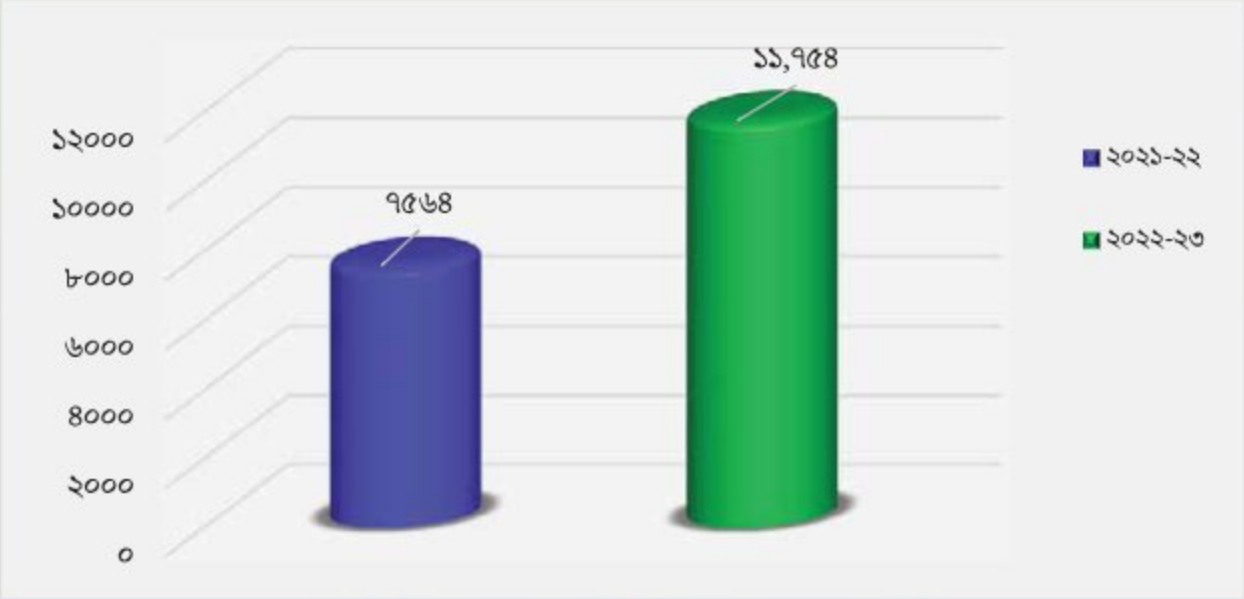

বছরভিত্তিক খাদ্যস্থাপনার মনিটরিং এর তুলনামূলক চিত্র

কর্তৃপক্ষের মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন এর স্থিরচিত্র

BFSA

৭.৭ গ্রেডিং:

নগরায়ণ ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন বাড়ছে। ফলে খাবারের জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে ক্যাটারিং শিল্পেরও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য-স্থাপনায় (হোটেল-রেস্তোরাঁ, মিষ্টি-কারখানা) গ্রেডিং প্রদান ও নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের নতুন ১৫৬টি খাদ্য-স্থাপনাকে গ্রেডিং প্রদানপূর্বক বিভিন্ন গ্রেড (A^+, A, B ও C) প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের সকল জেলার খাদ্য-স্থাপনাসমূহকে গ্রেডিং এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫০টি খাদ্যস্থাপনাকে গ্রেডিং ও ৭১টি খাদ্যস্থাপনাকে পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে রি গ্রেডিং প্রদান করেন। গ্রেডিং পদ্ধতি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং উক্ত গাইডলাইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

Grade	Number	Expression
A^+	90 or above	Excellent
A	80 to 89	Good
B	70 to 79	Average
C	60 or below	Grade Pending

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গ্রেডিং স্টিকার প্রদান কর্মসূচি

৭.৭.১ বিভিন্ন অর্থবছরে গ্রেডিংকৃত প্রাপ্ত খাদ্য স্থাপনার সংখ্যা:

অর্থবছর	A^+	A	B	C	সর্বমোট
২০২২-২০২৩	৪১	৫৩	৪৬	১৬	১৫৬
২০২১-২০২২	১২	১৩	০৪	০৪	৩৩
২০২০-২০২১	১২	১২	০৬	০	৩০
২০১৯-২০২০	১	১৫	০৯	০৫	৩০
২০১৮-২০১৯	১৮	৩৯	০	০	৫৭
সর্বমোট	৮৪	১৩২	৬৫	২৫	**৩০৬**

BFSA

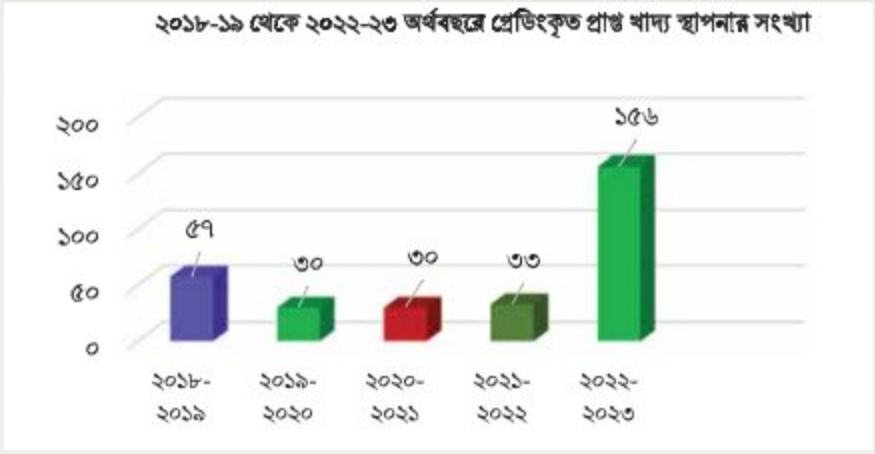

৭.৮ হিমাগার (কোল্ড-স্টোরেজ) পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যক্রম:

বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৌসুমি ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ১০ম। সঠিক সময়ে পরিপক্ক ফল বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে ফল পাকানোর জন্য সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি সুপারিশের নিমিত্তে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যসহ কর্মক্ষম জাতি গড়ে তুলতে আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আমিষের সিংহভাগ যোগান আসে মাংস থেকে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এবং মাননীয় হাইকোর্টের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ হিমায়িত মাংস খোলাবাজার/দোকানে বিক্রি/বাজারজাত করার ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকি/মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া আমদানিকৃত হিমায়িত মাংস ও মাংসের নিরাপদতা রক্ষায় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়নের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রধান কার্যালয় হতে ৬ (ছয়)টি এবং জেলা কার্যালয় হতে ১৭ (সতেরো)টি সহ সর্বমোট ২৩ (তেইশ)টি কোল্ডস্টোরেজ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কর্তৃপক্ষের মনিটরিং টিম কর্তৃক কোল্ড স্টোরেজ পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

BFSA

৭.৯ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে পরিদর্শনকৃত হিমাগার (কোল্ড স্টোরেজ) এর তালিকা:

ক্রমিক	কোল্ড স্টোরেজ এর নাম	পরিদর্শনের তারিখ
০১.	মাসুদ ফিস প্রসেসিং এন্ড আইস, চট্টগ্রাম	১৯-০২-২০২৩
০২.	চট্টলা হিমাগান লিমিটেড, চট্টগ্রাম	১৯-০৩-২০২৩
০৩.	বাবলু স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ, পঞ্চগড়	২০-১২-২০২২
০৪.	শাহান হিমাগার লিমিটেড, লালমনিরহাট	১২-১০-২০২২
০৫.	শ্রীনগর কোল্ড স্টোরেজ, মুন্সীগঞ্জ	১৫-১২-২০২২
০৬.	হোসেন স্টোরেজ, মুন্সীগঞ্জ	২৬-১২-২০২২
০৭.	মোল্লা কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড, জয়পুরহাট	১৩-০৯-২০২২
০৮.	রাহবার হিমাগার প্রা: লিমিটেড, ঠাকুরগাঁও	১৬-১১-২০২২
০৯.	বিক্রমপুর মাল্টি কোল্ড স্টোরেজ, মুন্সীগঞ্জ	২৬-১০-২০২২
১০.	মর্ডান ইন্ডাস্ট্রিজ রিভারভিউ কোল্ড, মুন্সীগঞ্জ	২৭-১০-২০২২
১১.	এলাইড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড, মুন্সীগঞ্জ	৩০-১০-২০২২
১২.	হিমালয় কোল্ড স্টোরেজ, রাজশাহী	২৮-১০-২০২২
১৩.	এ.এল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা	২৭-০৭-২০২২
১৪.	সোহেল ট্রেডিং কর্পোরেশন, ঢাকা	১৫-০৯-২০২২
১৫.	তিস্তা হিমাগার লিমিটেড, লালমনিরহাট	২৭-১২-২০২২
১৬.	কিষাণ হিমাগার লিমিটেড, রংপুর	২৯-১২-২০২২
১৭.	রোদ্র স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ, জামালপুর	১১-০১-২০২৩
১৮.	গোল্ডেন বীজ হিমাগার লিমিটেড, রংপুর	২৪-০১-২০২৩
১৯.	পদ্মা কোল্ড স্টোরেজ, রাজশাহী	২৮-০৮-২০২২
২০.	মেসার্স সী গোল্ড, চট্টগ্রাম	২৬-০৯-২০২২
২১.	খাজা গরীব উল্ল্যাহ শাহ্ এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম	২৬-০৯-২০২২
২২.	শাহী হিমাগার লিমিটেড, ঠাকুরগাঁও	২৪-০১-২০২৩
২৩.	আলহাজ্ব আবুল কাশেম হিমাগার, লালমনিরহাট	০১-০১-২০২৩

৮.০ সমঝোতা স্মারক:

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে বর্তমানে ১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রায় ৪৮৬টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। আবার এসব মন্ত্র ণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের আওতায় এ বিষয়ে প্রায় ১২০টিরও বেশি আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি রয়েছে। এসবের সমন্বয়ের জন্য ইতোমধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের কাঠামো প্রণীত হয়েছে। উক্ত কাঠামোর আওতায় কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি ১১টি দেশীয় সরকারি/বেসরকারি এবং ০৪টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য প্রতিবেদনাধীন বছরের ১০ অক্টোবর, ২০২২ তরিখে Bangladesh Tourism Board এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

BFSA

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত দেশীয় সরকারি/বেসরকারি ১১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে:

ক্রমিক	নাম	বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১.	খাদ্য অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food control	২১ জুন ২০১৭
২.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	২৩ অক্টোবর ২০১৭
৩.	মৎস্য অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of fisheries food safety	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৪.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	২৩ এপ্রিল ২০১৮
৫.	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	জনসাধারণ/ভোক্তাসাধারণের নিকট নিরাপদ ভোগ্য পণ্য বা খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	১০ জুন ২০১৮
৬.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	Mutual cooperation in the areas of food safety	০৯ জুলাই ২০১৮
৭.	বাংলাদেশ চিংড়ি ও মৎস্য ফাউন্ডেশন	To promote food safety in all segments of the value chains of food productions, especially as such works relate also to the fisheries and aquaculture sector	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭
৮.	Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), Dhaka	Research based findings sharing and mutual collaboration & in the areas of food safety, nutrition, public health and related outreach, public awareness, gender equity, capacity development and governance	২৮ জুন ২০২০
৯.	Bangladesh Agro Food Efforts (BSAFE) Foundation	Mutual cooperation in the areas of Research, Public Awareness and Capacity Building of Stakeholders.	২৫ আগস্ট ২০২১
১০.	Waffen Research Laboratory Limited (WR2L)	General service	৪ জানুয়ারি, ২০২২
১১.	Bangladesh Tourism Board	Mutual Cooperation in the areas of Research, Public Awareness and Capacity Building Of Citizens	১০ অক্টোবর, ২০২২

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে ০৪টি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে:

ক্রমিক	নাম	বিষয়	স্বাক্ষরের তারিখ
১.	SNV, Netherlands Development Organization	On Food Safety cooperation.	২৩ জুলাই ২০১৯
২.	Land O'Lakes Venture37, regarding cooperation under the USAID funded farmer to farmer food safety and quality (F2F FSQ)	Cooperation under the USAID funded farmer to farmer food safety and quality (F2F FSQ)	৩১ জানুয়ারি ২০২১
৩.	Ministry for Primary Industries, New Zealand.	Food safety cooperation	২ নভেম্বর, ২০২১
৪.	Bangladesh Food Safety Authority & Land O'Lakes Venture37 (BTF Project under an agreement of U.S. Department of Agriculture USDA)	কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা	১১ এপ্রিল, ২০২২

বিএফএসএ ও Bangladesh Tourism Board এরসাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

বিএফএসএ ও Land O'Lakes Venture37 এরসাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

৯.০ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে। এতে উদ্ভাবনী ধারণা হিসাবে "অ্যাপভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ (নাগালে)" সেবা গৃহীত হয়। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ই-লার্নিং চালুর লক্ষ্যে একটি এনিমেশন ভিডিও ও কয়েকটি ই-লার্নিং কন্টেন্ট তৈরি করা হয়। ই-লার্নিং কন্টেন্টসমূহ জাতীয় তথ্য বাতায়নে আপলোড করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের লার্নিং অ্যাপ 'খাদ্যকথন'-এ সংযোজন করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন ও কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার মধ্যে উদ্ভাবন সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এ বিষয়ে ০৩টি কর্মশালা আয়োজন এবং দেশে বাস্তবায়িত ০৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন অন্যতম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় দুইদিন ব্যাপী ইনোভেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী আইডিয়া: অ্যাপভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং রিপোর্ট প্রস্তুত ও সংরক্ষণ "নাগালে"

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মনিটরিংকৃত খাদ্য স্থাপনাসমূহে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের ইনোভেশন কর্মশালায় "অ্যাপভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং রিপোর্ট প্রস্তুত ও সংরক্ষণ (নাগালে)" আইডিয়া পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মনিটরিং রিপোর্ট, নমুনা সংগ্রহ ও টেস্ট রিপোর্ট সংরক্ষণ করা যায়। ফলে যেকোনো সময় জেলা কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় হতে এ সকল তথ্য দেখা যায়। এর মাধ্যমে মনিটরিং-এর ফলে খাদ্য স্থাপনাসমূহে পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র দেখা যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় উক্ত আইডিয়াটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যার প্রসেস ম্যাপ ও TCV-এর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

প্রসেস ম্যাপ:

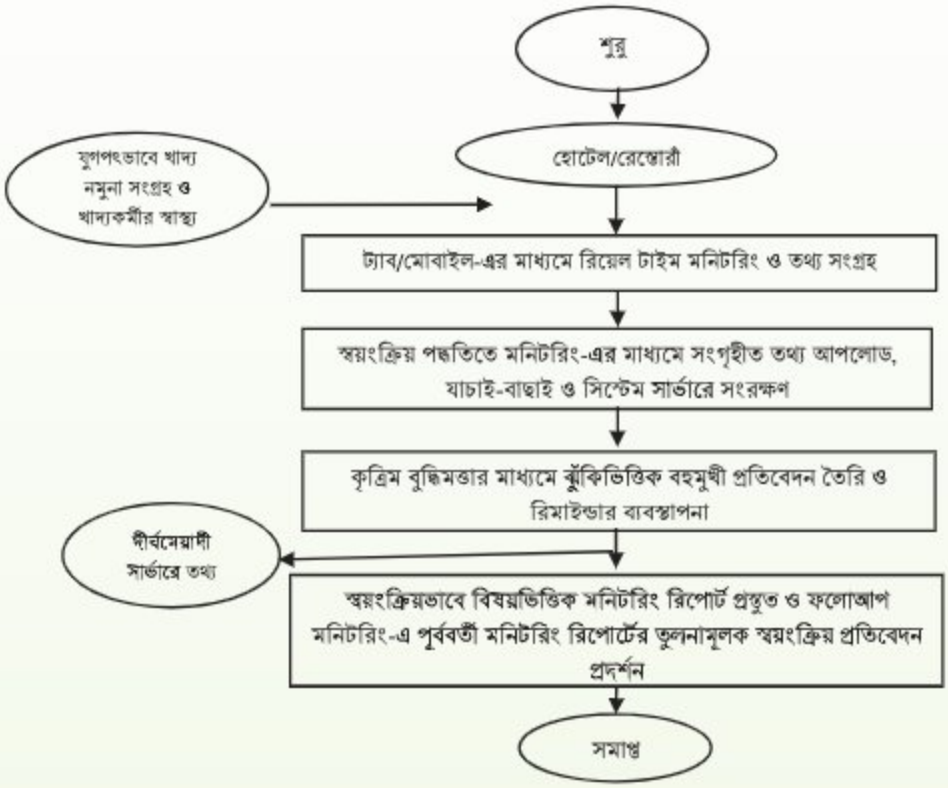

BFSA

TCV'র বিশ্লেষণ:

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	২ দিন	১,০০০/-	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২ দিন	১,০০০/-	২ বার
মোট পার্থক্য	পার্থক্য নাই	পার্থক্য নাই	পার্থক্য নাই
অন্যান্য	TCV কমেনি তবে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি সহজ হয়েছে		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

অ্যাপ ভিত্তিক ডিজিটাল সেবা সংযোজন করা হয়। যেকোনো সময় মনিটরিংকৃত খাদ্য স্থাপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থানের তুলনামূলক তথ্য দেখা যায়। রিয়েল টাইম মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হবে।

১. ঝুঁকিভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, মূল্যায়ন ও তদারকি;
২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;
৩. কাগজহীন কার্যক্রম ও রিপোর্টিং-এর মাধ্যমে একই কাজের পুনরাবৃত্তি হ্রাস;
৪. দীর্ঘমেয়াদি ডাটা ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রমাণকভিত্তিক কার্যক্রম;
৬. একই প্লাটফরমে বহুমুখী স্টেকহোল্ডারের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদান;
৭. প্রমাণক সংরক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত নির্ভর মনিটরিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্যশিল্প খাতে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় খাদ্যশিল্পকে ০৫টি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ০২টি বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে কর্মশালায় প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর স্থিরচিত্র

ছক ক: চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সক্ষমতা, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জসমূহ

সংস্থার নাম	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সংস্থার অধিক্ষেত্রে ভবিষ্যত সম্ভাবনা	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সংস্থার অধিক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ	চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে করণীয়	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংস্থার বর্তমান সক্ষমতা
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	• খাদ্য ও খাদ্যশিল্পে 4IR প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বস্তরের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। • কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, IoT ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান • অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবহিতকরণ • নমুনা পরীক্ষণে উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রযুক্তির ব্যবহার	• অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষতা • প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা • অংশীজন/প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব • মাঠপর্যায়ে 4IR প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ব্যবহারের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা	• অধিক সংখ্যক জনগণ উপকৃত হয় এরূপ প্রযুক্তি গ্রহণ • আইটি স্পেশালিস্ট নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	• সরকারি সহায়তা • আইনগত ভিত্তি • কর্মকর্তাবৃন্দের বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা।

ছক খ: চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগ/ প্রকল্প গ্রহণ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	সংস্থার বিদ্যমান কার্যক্রম	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাব্য উদ্যোগ/ প্রকল্প	সম্ভাব্য উদ্যোগ/ প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ	চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সম্ভাব্য করণীয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম	মন্তব্য (স্বল্প মেয়াদে/ মধ্য মেয়াদে/ দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্যতা)	অগ্রগতি
১	মনিটরিং	শিল্পে AI/ Machine learning এর ব্যবহার	প্রযুক্তির ব্যয়সাপেক্ষতা	উপযুক্ত মেশিন লার্নিং পদ্ধতির ব্যবহার	4IR কমিটি	স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য	অনলাইন মনিটরিং অ্যাপ নাগালে চালু করা হয়েছে
২	ই-লার্নিং, তথ্য ও পরামর্শ প্রদান	Chat bot সফটওয়্যার তৈরি	উপযুক্ত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	উপযুক্ত মেশিন লার্নিং পদ্ধতির ব্যবহার	4IR কমিটি	স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য	ওয়েবসাইটে ই-লার্নিং সেবা চালু করা হয়েছে
৩	প্রশিক্ষণ	Use of AI/ Machine learning and IoT for Training	প্রযুক্তির ব্যয়সাপেক্ষতা	উপযুক্ত মেশিন লার্নিং ও IoT পদ্ধতির ব্যবহার	4IR কমিটি	স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য	০২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে

BFSA

ছক গ: গৃহীতব্য কার্যক্রম-সম্পর্কিত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/শাখা/টিম	অগ্রগতি
১	কমিটি গঠন	4IR এর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কমিটি গঠন	আগস্ট ২০২২	কর্তৃপক্ষ	গঠিত হয়েছে
২	কর্মশালা আয়োজন	সংশ্লিষ্ট খাদ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 4IR প্রযুক্তি গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন	অক্টোবর ২০২২	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ০৩টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে
৩	আইডিয়া বাছাই ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া চিহ্নিতকরণ এবং অনুমোদন গ্রহণ।	ডিসেম্বর ২০২২	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম	আইডিয়া বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
৪	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	আইডিয়া বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন	জানুয়ারি ২০২৩	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে
৫	গৃহীত আইডিয়ার পাইলটিং	গৃহীত (নাগালে) আইডিয়ার পাইলটিং সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ	মার্চ - এপ্রিল ২০২৩	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম	পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে
৬	পাইলটিং এর সক্ষমতা যাচাইকরণ কর্মশালা	পাইলটিং এর সক্ষমতা ও কার্যাকারিতা যাচাই করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	মে ২০২৩	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে
৭	SOP তৈরি	গৃহীত আইডিয়া ব্যবহারের SOP প্রস্তুতকরণ	জুন ২০২৩	4IR কমিটি/ইনোভেশন টিম	কার্যক্রম চলমান আছে

দেশে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন ও নলেজ শেয়ারিং

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩-এর অন্তর্ভুক্ত দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের নিমিত্ত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নলেজ শেয়ারিংমূলক ০৫টি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, এসিআই ফুড লি., প্রাণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ফিনলে টি স্টেট এবং ফিস প্রসেসিং জোন পরিদর্শন করা হয়। এতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বিএফএসএ-এর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকালে খাদ্যশিল্প স্থাপনাসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি এবং অটোমেশন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন প্রযুক্তিসমূহ বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা হলে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন হবে। এছাড়াও পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়-

১. উৎপাদন লাইনে কর্মরত কর্মীদের জন্য এপ্রোন, হেড কভার, গ্লাভস ও জুতা পরিধানরত অবস্থায় দেখা যায়।
২. অটোমেশনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, যাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে হাতের স্পর্শ কম পরিলক্ষিত হয়।
৩. উৎপাদন ফ্লোর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং লগবহিতে রেজিস্টার করতে দেখা যায়।

৪. খাদ্যপণ্যের মান নিশ্চিত করতে নিজস্ব কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব স্থাপন করা এবং পরীক্ষাগারে HACCP, GMP, BRC গাইডলাইন অনুসরণ করতে দেখা যায়।

৫. খাদ্য উৎপাদনের প্রতিটি ধাপের যথাযথ অনুসরণের জন্য প্রত্যেক লাইনে SOP চার্ট লাগানো অবস্থায় দেখা যায়।

৬. অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে প্রতিটি খাদ্যপণ্যে ব্যাচ নম্বর, উপাদানের তারিখ, সময় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ প্রিন্ট করতে দেখা যায়।

প্রদর্শনী শেষে খাদ্যশিল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ মেনে জনগণের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অনুরোধ করেন। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর আলোকে প্রণীত প্রবিধানমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৪র্থ শিল্প-বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে খাদ্য উৎপাদন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিশেষঃ

১. নলেজ শেয়ারিং কর্মশালার মাধ্যমে বিএফএসএ- এর কর্মকর্তাগণ শিল্প-কারখানায় খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছে। যা খাদ্য-স্থাপনা মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

২. অটোমেশন প্রযুক্তির ব্যবহার ৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেকাংশে এগিয়ে নেবে। এ বিষয়ে প্রচারণা জরুরি।

৩. শিল্প-কারখানার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার পদ্ধতিসমূহ কর্তৃপক্ষের মোবাইল ল্যাবরেটরিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর আলোকে বিভিন্ন প্রবিধানমালা প্রণয়নের সময় শিল্প-কারখানায় খাদ্য উৎপাদনের বাস্তব জ্ঞান বৃদ্ধিকল্পে নলেজ শেয়ারিং কর্মশালা অন্যান্য শিল্প কারখানায় আয়োজন করা যেতে পারে।

খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন ও নলেজ শেয়ারিং

হবিগঞ্জে প্রাণ, আরএফএল গ্রুপ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে স্থিরচিত্র

সিরাজগঞ্জে এসিআই ফুড ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

পাবনা স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের

৯.১ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ:

জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার তালিকা নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		১	২	৩	৪	৫	৬
সহজিকৃত সেবা	১	এসএমএস এবং ওয়েব পেইজ নির্ভর দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু।	বাল্ক এসএমএস-এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি জনগণকে অবহিতকরণ।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে	http://bfsa.gov.bd/	১১টি বাল্ক এসএমএস দেয়া হয়েছে। প্রতিবছর বিশেষ বিশেষ দিবসে দেয়ার সিদ্ধান্ত আছে।
	২	সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ করে ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠির নিকট বার্তা প্রেরণ।	গণবিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এবং কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে	https://www.facebook.com/bfsa.gov.bd https://tinyurl.com/mrxujjfn	ফেসবুকে ২৮,৩৭,২৪৫ জন এবং ইউটিউবে ২,৫৪,১৫২ জন দেখেছেন। কর্তৃপক্ষের নবনির্মিত টিভিসি ইউটিউবে আপলোড ও গণবিজ্ঞপ্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের সিদ্ধান্ত আছে।
	৩	ঢাকা শহরের মেগাশপসমূহে তাপমাত্রা ডাটালগার (TDL) ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ।	হিমায়িত খাবারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।	বর্তমানে কার্যক্রম আছে।	পাচ্ছে		০৮টি সুপারশপে স্থাপন করা হয়েছে। সুপাশপসমূহে নিজস্ব অর্থায়নে পরিপত্র জারির মাধ্যমে TDL স্থাপনের সিদ্ধান্ত

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা প্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		১	২	৩	৪	৫	৬
	০৪	HRM Software এর ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ	HRM Software-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।	কার্যক্রম বাস্তবায়িত	পাচ্ছে	http://bfsa.attendance.gov.bd/	কর্তৃপক্ষের ২১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর ডাটাবেজ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন নিয়োগ বা প্রেষণে কোনো কর্মকর্তা যোগদান করলে তাদের ডাটাবেজ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
ডিজিটাইজকৃত সেবা	০৫	খাদ্য ব্যবসায়ী ও খাদ্যকর্মীদের অনলাইন প্রশিক্ষণ।	জুম ও অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	কার্যক্রম চলমান আছে।	পাচ্ছে		এ পর্যন্ত ৩,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত আছে।
	০৬	অনলাইন ও মোবাইল ফোনে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ: কল সেন্টার ৩৩৩	অনলাইন, মোবাইল ফোন ও কল সেন্টার ৩৩৩-এর মাধ্যমে জনগণ হতে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।	সরকারি তথ্য সেবা ৩৩৩ এর সাথে সমঝোতা অনুসারে অভিযোগ গ্রহণ চালু আছে।	পাচ্ছে		২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ৪৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুততার সহিত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত আছে।
	০৭	প্রধান কার্যালয়ের কম্পিউটারসমূহে ইন্টার-নেটওয়ার্ক সংযুক্তকরণের মাধ্যমে শেয়ার ড্রাইভ স্থাপন।	কর্তৃপক্ষের ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহকে শেয়ার ড্রাইভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত	পাচ্ছে		কার্যক্রম সম্পন্ন।

BFSA

	ক্র.	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা প্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভাবনী উদ্যোগ	০৮	প্রাণি খাদ্য মিট এন্ড বোন মিল (MBM)-এর বিকল্প হিসাবে ফিস মিল ও উদ্ভিজ আমিষের ব্যবহার প্রচলন।	ফিস মিল ও উদ্ভিজ আমিষ ব্যবহৃত হচ্ছে।	২০১৮ সালে বাস্তবায়িত	পাচ্ছে		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়।
	০৯	ঢাকা শহরের গ্রেডপ্রাপ্ত হোটেল/রেস্তোরাঁয় অ্যাপসভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন (নজর)।	ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপনের মাধ্যমে হোটেল/রেস্তোরাঁ মনিটরিং করা হচ্ছে।	কার্যক্রম চলমান আছে।	পাচ্ছে	https://tinyurl.com/42tvspcy	বর্তমানে ১৪টি রেস্তোরাঁয় নজর স্থাপিত হয়েছে। আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত আছে।
	১০	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ই-লার্নিং	বিএফএসএ-এর ওয়েবসাইট, মুক্তপাঠ, ইউটিউব এবং খাদ্যকথন অ্যাপে ই-লার্নিং অ্যানিমেশনটি আপলোডের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	বাস্তবায়িত এবং নিয়মিত আপডেট করা হয়	পাচ্ছে	https://muktopaath.gov.bd/ http://bfsa.gov.bd/site/view/video-gallery/-	নতুন নতুন ই-লার্নিং কনটেন্ট তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.০ খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষাগারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন, ল্যাব ডাইরেক্টরি হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

খাদ্য সংজ্ঞায়ন, খাদ্যের মান প্রমিতকরণ/ উন্নীতকরণ ও পুষ্টিমান সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম সাধনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান:

নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে বিদ্যমান আইনের অধীন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যের গুণগত মান (standard) বা নির্দেশনা (guideline) নিরাপদতার সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ বা উন্নীতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন খাদ্যের গুণগত মান বা নির্দেশনা নির্ধারণ করা না হইলে, সশ্লিষ্ট খাদ্যের গুণগত মানদন্ড বা নির্দেশনা নির্ধারণ। সে অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যের মান প্রমিতকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক	খাদ্য পণ্যের নাম	মান নির্ণায়ক	সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ/ উন্নীতকরণে পরামর্শ
১	Decorated Cake, BDS 520 Pickles (Fruits and Vegetables), BDS 382:2016 Bread (2nd Rev.) (Amend-1, 2018), BDS 1106:2015 Noodles (2nd Rev.)	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
২	BDS 1168 Wheat Flour (Maida) for Industrial Use	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৩	Codex Stan 254 Standard for Certain Canned Citrus Fruits	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৪	Codex Stan 297 Standard for certain Canned Vegetables		
৫	Codex Stan 319 Standard for Certain Canned Fruits		
৬	ISO 771 oilseed Meals –Determination of Moisture And Volatile Matter Content	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৭	CXS 19 Standard for Edible Fats and oils Not Covered by Individual Standards		
৮	CXS 33 Standards for Olive Oils and Olive Pomace Oils		
৯	CXS 72 Infant formula and formulas for special medical purposes intended for infant		
১০	CXS 156 Follow-up formula		

ক্রমিক	খাদ্য পণ্যের নাম	মান নির্ণায়ক	সর্বোচ্চ মানে হালনাগাদ/ উন্নীতকরণে পরামর্শ
১১	CXS 279 Butter		
১২	CXS 281 Evaporated Milks		
১৩	CXS 282 Sweetened condensed milk		
১৪	CXS 288Cream and Prepared Creams		
১৫	Isabgol Husk	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং কোডেক্স প্রণীত মানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
১৬	Foreign Manufacturers Certification Scheme (FMCS) এবং Mutual Recognition of Laboratories এর ব্যবস্থা রেখে প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন প্রবিধানমালা, ২০২২ এর খসড়ার	BSTI	বিএফএসএ এর সকল আইন, বিধি, প্রবিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) এবং Codex Committee on Food Labelling (CCFL) কারিগরি কমিটির সার্কুলেশনকৃত কার্যপত্রের উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্যের স্বাস্থ্যসনদ প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ হতে খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সনদ প্রদানের দায়িত্ব রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর পরিবর্তে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর উপর ন্যস্ত করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সনদ প্রদানের নিমিত্ত আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি জারী করাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও কারিগরি প্রস্তুতি এবং সনদ, সনদের জন্য আবেদন ফর্ম, সনদ প্রক্রিয়াকরণ ফি এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয় চূড়ান্ত করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা হয়।

ক্রমিক	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রদানকৃত স্বাস্থ্য সনদ সংখ্যা
১.	Esl Bangladesh Ltd	০৫ টি
২.	Trust & Trade	০১ টি
৩.	Shufola Multi Products Ltd.	০২ টি
৪.	Cosmap (Bd) Ltd.	০১ টি
৫.	Star Porcelain Limited	০২ টি
৬.	Paragon Ceramic Industries Limited	০৩ টি

খাদ্য কথন এবং ই-লার্নিং এর মানোন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য শিক্ষা অ্যাপ খাদ্য কথনের নতুন কন্টেন্ট সংযোজনের এবং ই-লার্নিং এর নিমিত্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় ০৫ টি নতুন বিষয়ের উপর কন্টেন্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন করে মোবাইল অ্যাপে সংযোজন করা হয়েছে।

Standard Harmonization সংক্রান্ত:

হারমোনাইজেশন এর নিমিত্ত ২৭ টি Technical Working Group গঠন করে কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রবিধি হালনাগাদসহ নতুন প্রবিধি খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরুর জন্য গত ০৩-০৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. ০৩ দিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সকল কমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত খসড়া প্রবিধি সমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান। খসড়া প্রণয়নের ঘোষণা প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন। ইতোমধ্যে ০৬ টি খসড়া প্রবিধান WTO তে নোটিফাই করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

- Draft Food Safety (Labelling of Packaged Food) Regulation, 2023;
- Draft Food Fortification Regulation, 2023;
- Draft Food Safety (Health Food/Dietary Supplements, Food for Special Dietary Use, Food for Special);
- Draft Food Safety (Pesticides Residues and Other Chemical Residues) Regulation, 2023;
- Draft Food Safety (Chemical and Toxins) Regulation, 2023;
- Draft Food Safety (Use of Food Additives) Regulation, 2023.

বাকি খসড়াগুলো একই প্রক্রিয়ায় WTO তে নোটিফাই এবং গেজেট নোটিফেকেশনের পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। কোডেক্স এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড সেইফটি এক্সপার্ট জনাব সঞ্জয় ডাভে (Sanjay Dave) এবং তার নেতৃত্বে ১৮ জন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ হারমোনাইজেশন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণের নাম নিম্নবর্ণিত ছকে দেওয়া হলো:

SL.	Name of the Committee	Name of the Indian Expert
1.	Methods of Analysis and Sampling	Dr. Jagadeesh Kodali
2.	Contaminants	Dr Shreya Pandey
3.	a) Food Additives-1 b) Animal Feeds	Dr. Jasvir Singh
4.	a) Food Additives-2 b) Cereals, pulses and their products (including bakery products)	Dr. Krishna Kumar Joshi
5.	Microbiology-1 (Dairy)	Dr. R. Pirabhakaran
6.	a) Microbiology-2 (Fish, Meat and Poultry) b) Meat and Poultry (including eggs and their products)	Dr. Santosh Walse
7.	a) Microbiology- 03 b) Salts, Spices and Condiments	Dr. Madhusmita Sahoo

SL.	Name of the Committee	Name of the Indian Expert
8.	Nutrition	Dr. Mili Bhattacharya
9.	Pesticide	Mr. B Kannan
10.	Nutraceuticals	Dr. Rini Sanyal
11.	**Veterinary Drug Residues**	Dr. Rajesh R Nair
12.	Packaging, Labelling and Claims	Dr. Parna Das Gupta
13.	a) Traceability and Product Recall b) Processed Fruits and Vegetables	Dr. Mamta Arora Budhiraja
14.	Oilseeds, Fats and Their products (including fat emulsions)	Dr. Meenu Yadav
15.	Tea and Coffee	Dr. Sanggta Chadha
16.	Soft Drinks and Beverages (Excluding dairy and juices)	Dr. Rajendra Dobriyal
17.	Ready to Eat food products	Ms Vasundhra Suri
18.	Foodstuff for nutrition and Special Dietary Purposes	Dr. Arti Gupta

হারমোনাইজেশন কর্মশালার স্থিরচিত্র

হারমোনাইজেশন কর্মশালায় ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণের একাংশ

BFSA

১১.০ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১১.১ খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও ফলাফল বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

খাদ্যের মান ও নিরাপদতা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সারাবছরব্যাপী সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের (মাংস, ডিম, দুধ, শুটকি মাছ, পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, গুড়, সস, আচার, জুস, জেলি, বাদাম, চানাচুর, আনারস, লবন, পানি, কোমল পানীয় ইত্যাদি) ১০৭০ টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ডেজিগনেটেড ল্যাবে ও অন্যান্য স্বীকৃত ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। নমুনা পরীক্ষান্তে ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৯৭৯ টি নমুনায় পরীক্ষিত প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে এবং ৯১ টি নমুনায় পরীক্ষিত প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার উপরে রয়েছে। অনুমোদিত মাত্রার উপরে প্রাপ্ত নমুনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, পণ্য প্রত্যাহার, জনসাধারণের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ল্যাবরেটরিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার ধারা অব্যাহত আছে।

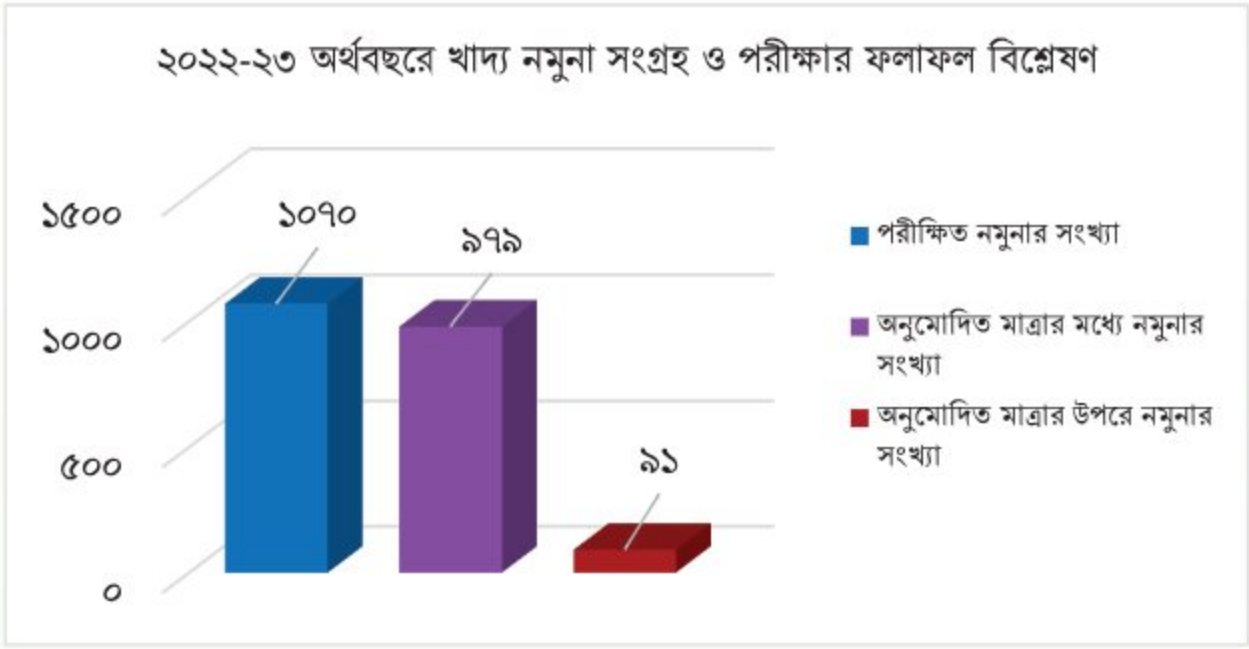

১১.১.১ মুরগীর মাংসে এন্টিবায়োটিক রেসিডিও এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

ক) টেট্রাসাইক্লিনস গ্রুপ:

ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যেমন: হাতিরপুল বাজার, কাওরান বাজার, টাউন হল মার্কেট, পলাশী বাজার, বিএনপি বাজার, মোহাম্মদপুর, কৃষি মার্কেট, ডেমরা সারুলিয়া বাজার, আগোরা সুপার শপ, প্রিন্স বাজার ও গুলিস্তান কাপ্তান বাজার হতে ৫৫ টি ব্রয়লার মুরগীর নমুনা সংগ্রহ করে টেট্রাসাইক্লিনস এন্টিবায়োটিক রেসিডিও বিশ্লেষণ করা হয়। তন্মধ্যে ৫টি নমুনায় টেট্রাসাইক্লিন ও ৯ টি নমুনায় অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক শনাক্ত হয়েছে। মুরগীর মাংসের নমুনায় প্রাপ্ত টেট্রাসাইক্লিন রেসিডিও এর পরিমাণ ২৯.০৯ পিপিবি হতে ৫০.৯০ পিপিবি এবং অক্সিটেট্রাসাইক্লিন রেসিডিও এর পরিমান ১৬.১৭ পিপিবি হতে ২৭.৯৪ পিপিবি। যা নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ অনুসারে সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার নিম্নে রয়েছে।

BFSA

খ) সালফোনামাইডস গ্রুপ:

ঢাকার বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত ৩১ টি ব্রয়লার মুরগীর মাংসের নমুনায় সালফোনামাইডস পরীক্ষা করা হয়। যার কোনটিতেই সালফোনামাইডস পাওয়া যায় নাই।

গ) সিপ্রোফ্লক্সাসিন এন্টিবায়োটিক রেসিডিওঃ

ঢাকার বিভিন্ন স্থান ও সুপারশপ হতে সংগৃহীত ২৪ টি ব্রয়লার মুরগীর মাংসের নমুনায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন রেসিডিও পরীক্ষা করলে ৭টি নমুনায় সিপ্রোফ্লক্সাসিন এন্টিবায়োটিক শনাক্ত হয়। মুরগীর নমুনায় প্রাপ্ত সিপ্রোফ্লক্সাসিনের পরিমান ১২.২৫ পিপিবি হতে ৫৭.২৭ পিপিবি। যা নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিক ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রাবিধানমালা, ২০১৭ অনুসারে সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার (১০০ পিপিবি) নিম্নে রয়েছে।

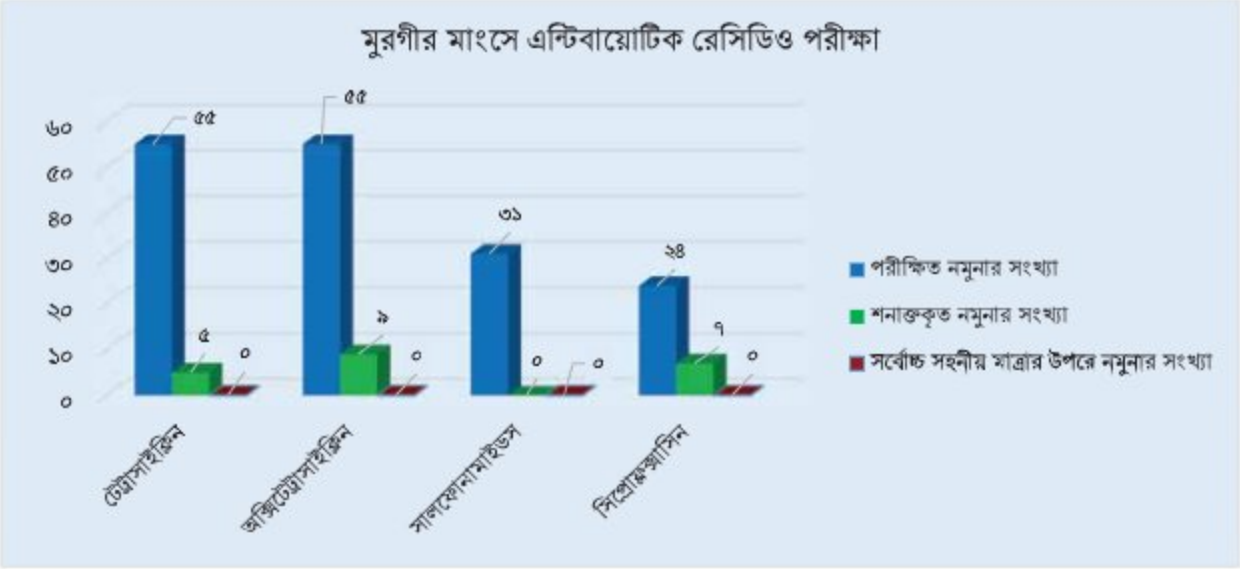

১১.১.২ ডিমে এন্টিবায়োটিক রেসিডিও এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

ঢাকার বিভিন্ন খোলা বাজার ও সুপারশপ হতে ৪৭ টি ফার্মের মুরগীর ডিমের নমুনা সংগ্রহ করে টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক রেসিডিও পরীক্ষা করা হয়। ৩টি নমুনায় টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের অক্সিটেট্রোসাইক্লিন শনাক্ত হয়েছে। ডিমে প্রাপ্ত অক্সিটেট্রসাইক্লিনের পরিমান ২৯.৫৩ পিপিবি হতে ৩০.৫০ পিপিবি। যা নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিক ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রাবিধানমালা, ২০১৭ অনুসারে সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার (২০০ পিপিবি) নিম্নে রয়েছে।

১১.১.৩ শুঁটকি মাছের নমুনায় পেস্টিসাইড রেসিডিও এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

ঢাকা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নাটোর, রাঙ্গামাটি হতে সংগৃহীত ৮৯টি শুঁটকি মাছের নমুনায় ডায়াজিনন, প্রোফেনোফস, সাইপারমেথ্রিন, ক্লোরপাইরিফস, ডিডিটি ও হেপ্টাক্লোর পরীক্ষা করা হলে কোনো নমুনাতেই পেস্টিসাইড রেসিডিও শনাক্ত হয় নাই।

১১.১.৪ মুরগীর মাংসে ক্রোমিয়াম পরীক্ষা:

ঢাকার খোলা বাজার ও সুপারশপ হতে সংগ্রহকৃত ২৪টি মুরগীর মাংসের নমুনায় ১০টিতে ক্রোমিয়াম শনাক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ৯ টি নমুনায় ক্রোমিয়াম Below Detection Limit (Detection limit: 0.25 ppm) এ পাওয়া যায়।

BFSA

১১.১.৫ আনারসে নাইট্রোবেনজিন, জিবারেলিক এসিড এবং ইথোফেনের উপস্থিতি নির্ণয়:

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলা হতে কৃষকের মাঠ, আড়ৎ এবং খুচরা বাজার থেকে ৮১ টি আনারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তাতে নাইট্রোবেনজিন, জিবারেলিক এসিড এবং ইথোফেনের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। কৃষকের মাঠ, আড়ৎ এবং খুচরা বাজার থেকে সংগ্রহকৃত কোন আনারসের নমুনাতেই ইথোফেনের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই। খুচরা বিক্রেতাদের নিকট হতে সংগ্রহকৃত ছোট, মাঝারি এবং বড় আকৃতির কোন নমুনাতেই নাইট্রোবেনজিন এবং জিবারেলিক এসিড উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। তবে কৃষকের মাঠ থেকে সংগ্রহকৃত বিভিন্ন আকারের আনারসের ১০ টি নমুনার মধ্যে ৩ টি নমুনায় জিবারেলিক এসিড ও ২ টি নমুনায় নাইট্রোবেনজিন পাওয়া গিয়েছে। আড়তদারদের নিকট হতে সংগ্রহকৃত ৯ টি নমুনার মধ্যে ৫ টি নমুনায় জিবারেলিক এসিড এর উপস্থিতি রয়েছে, তবে কোনো নমুনাতেই নাইট্রোবেনজিন পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১.১.৬ দুধ ও দুগ্ধপণ্যে অনুজীবীয় দূষক, আফ্লাটক্সিন এম১ ও লেড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দুধ ও দুগ্ধপণ্যের ২৮ টি নমুনা সংগ্রহ করে এক বা একাধিক প্যারামিটার (অনুজীবীয় দূষক, আফ্লাটক্সিন ও লেড) পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নিরাপদ খাদ্য (দূষণকারী জীবাণু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ) প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী, ১১ টি নমুনার মধ্যে ০২ টি নমুনায় টোটাল/অ্যারোবিক প্লেট কাউন্ট এবং ০৯ টি নমুনার মধ্যে ০১ টি নমুনায় টোটাল কলিফরম কাউন্ট মাত্রাতিরিক্ত পাওয়া যায়। এছাড়াও ০৩ টি নমুনায় সালমোনেলা ও ০১ টি নমুনায় লিস্টেরিয়া এর উপস্থিতি পরীক্ষায় উক্ত জীবাণুর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। ০৭ টি নমুনায় আফ্লাটক্সিন এম১ এর উপস্থিতি পরীক্ষায় এর উপস্থিতি শনাক্ত হয়নি। নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, টক্সিন ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা, ২০১৭ অনুযায়ী, ০৫ টি নমুনার মধ্যে ০১ টি নমুনায় লেড মাত্রাতিরিক্ত পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

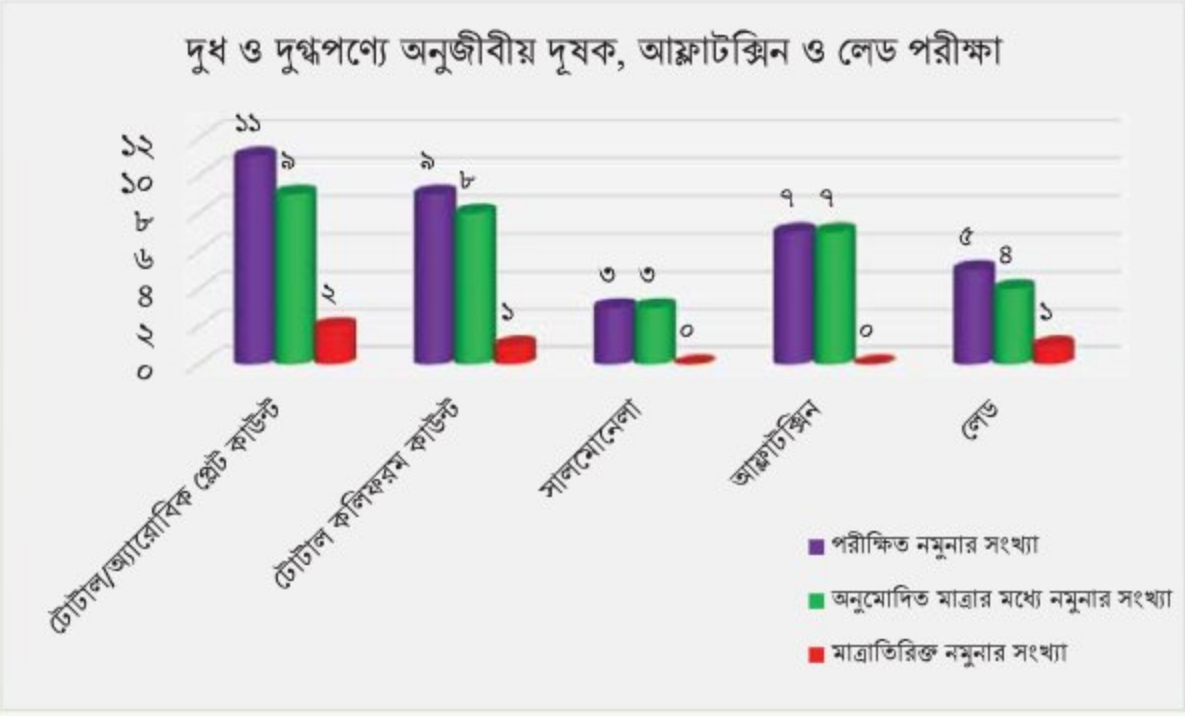

BFSA

১১.১.৭ পাউরুটি, পাউরুটি তৈরির উপাদান, বিস্কুট, কেক এর নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট ও হাইড্রোজ এর উপস্থিতি নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে সারাদেশ থেকে পাউরুটি, পাউরুটি তৈরির উপাদান, বিস্কুট ও কেক এর মোট ১৬৭ টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ১৬৪ টি নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট ও ০৩ টি নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। ১৬৪ টি নমুনার মধ্যে ১২ টি নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, শতকরা হিসাবে যা মোট সংগৃহীত নমুনার ৭.৩২%। পাউরুটি নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেট এর উপস্থিতি পাওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পঞ্চগড় জেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সতর্ক করে নোটিশ এবং মানিকগঞ্জ জেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ০৩ টি নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে কোনো নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।

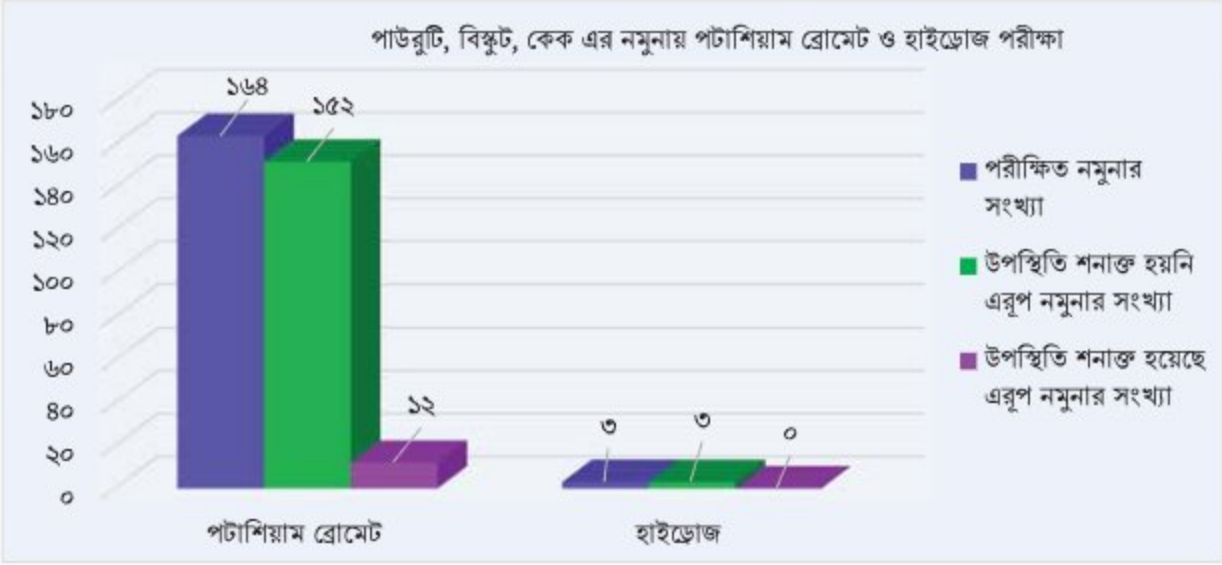

১১.১.৮ কোমল পানীয়ে ক্যাফেইন এর পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোমল পানীয়ের ২৬ টি নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড BDS 1123:2013 (Third Revision) অনুযায়ী ২৬ টি কোমল পানীয়ের নমুনার মধ্যে ০৯ টি নমুনায় ক্যাফেইন এর মাত্রা অনুমোদিত মাত্রা ১৪৫ মি.গ্রা:/লি. এর সামান্য বেশি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে আবারো নমুনা পরীক্ষা করা হবে। এছাড়াও ফ্রুট সিরাপে ক্যাফেইন এর উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে।

১১.১.৯ জিলাপি, গুড়, মোরব্বা, মিছরি ও মোয়া এর নমুনায় হাইড্রোজ, পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ও টোটাল সারফেস এক্টিভ এজেন্ট এর উপস্থিতি নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে জিলাপি, গুড়, মোরব্বা, মিছরি ও মোয়া এর ৮৯ টি নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে ১৩ টি নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি পাওয়া যায়, যা মোট নমুনার ১৪.৬১%। গুড়ের নমুনায় হাইড্রোজ এর উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় রাজশাহী, রংপুর ও হবিগঞ্জ জেলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/উৎপাদনকারী এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ঝালকাঠি ও পিরোজপুর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং যশোর জেলায় প্রান্তিক গুড় ব্যবসায়ীদের সচেতন করে

BFSA

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১০ টি গুড়ের নমুনায় পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট ও টোটাল সারফেস এক্টিভ এজেন্ট এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ০৯ টি নমুনায় পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এর উপস্থিতি শনাক্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ০৯ টি নমুনার কোনো নমুনায় টোটাল সারফেস এক্টিভ এজেন্ট শনাক্ত হয়নি।

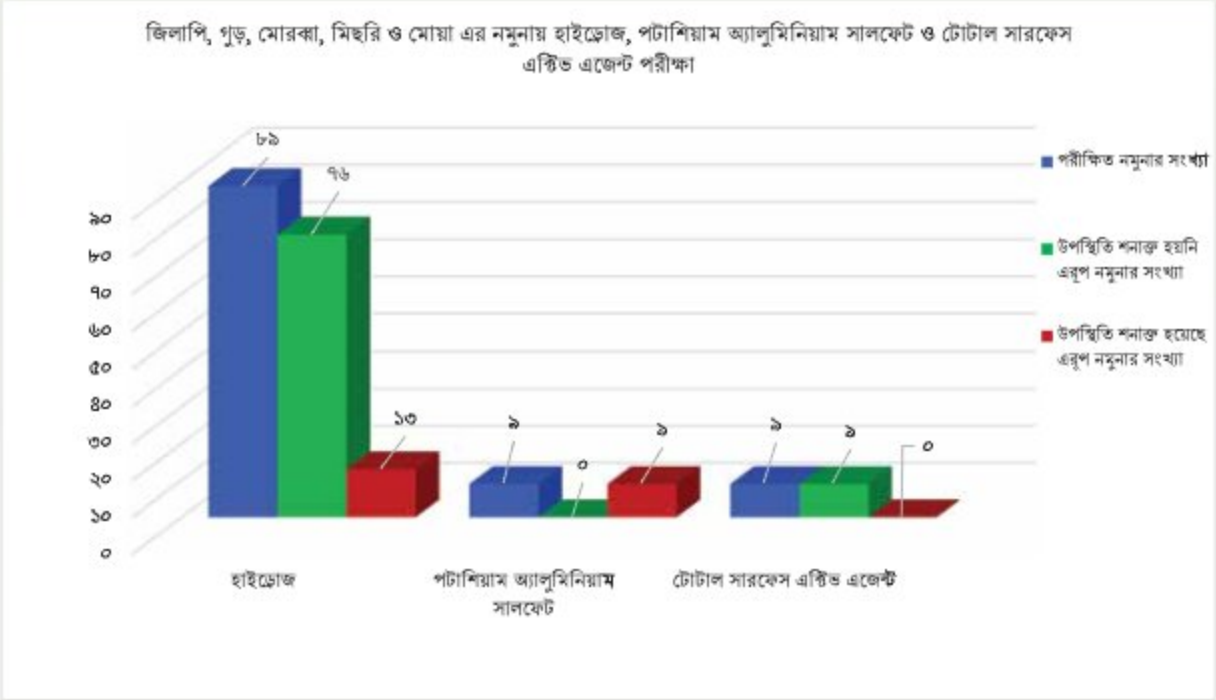

১১.১.১০ সস এর নমুনায় বেনজয়িক এসিড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২১-২২ অর্থবছরে যে সকল সসের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড পাওয়া গিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেসকল নমুনা পুনরায় সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। মোট সংগৃহীত ও পরীক্ষাকৃত ৭৮ টি সসের নমুনার মধ্যে ৬২ টি নমুনায় অনুমোদিত মাত্রার নিচে বেনজয়িক এসিড পাওয়া যায় এবং ১৬ টি নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ফরিদপুর, মাদারীপুর, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে নোটিশ এবং গাজীপুর জেলায় সংশ্লিষ্ট দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড যুক্ত সস বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে।

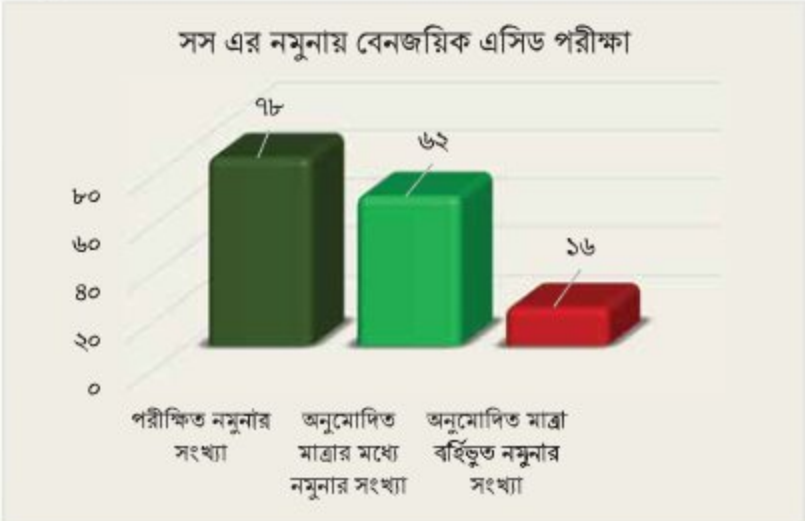

BFSA

১১.১.১১ আচার এর নমুনায় বেনজয়িক এসিড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২১-২২ অর্থবছরে যেসকল আচারের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড পাওয়া গিয়েছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেসকল নমুনা পুনরায় সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। মোট পরীক্ষাকৃত ৩৭ টি নমুনার মধ্যে ২৮ টি নমুনায় অনুমোদিত মাত্রার নিচে বেনজয়িক এসিড পাওয়া যায় এবং ০৯ টি নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড পাওয়া যায়। মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড প্রাপ্ত আচার ও সস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সতর্ক করা হয় এবং উক্ত ব্যাচ ও লটের আচার ও সস বাজার থেকে প্রত্যাহার করে।

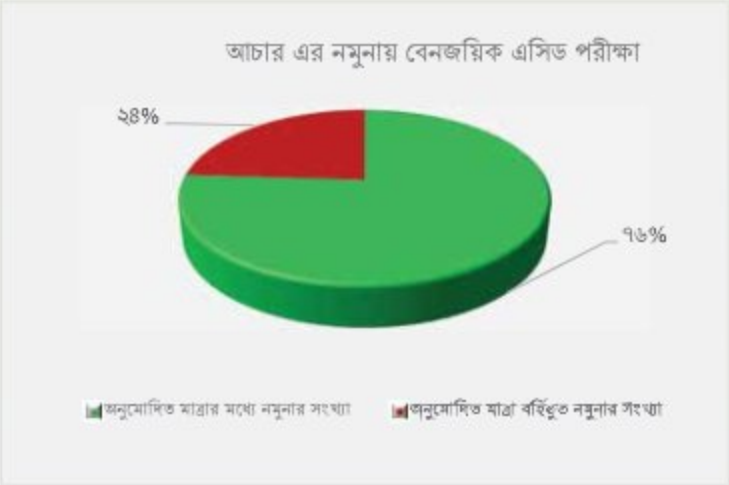

১১.১.১২ জুস ও জেলী এর নমুনায় বেনজয়িক এসিড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০ টি জুস ও জেলী নমুনায় বেনজয়িক এসিড এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষান্তে, ১০ টি জুস ও জেলীর নমুনার কোনটিতেই মাত্রাতিরিক্ত বেনজয়িক এসিড পাওয়া যায় নাই।

১১.১.১৩ বাদাম, চানাচুর, ডাল ও বেসন এর নমুনায় আফ্লাটক্সিন এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে সারাদেশ হতে বাদাম, চানাচুর, ডাল ও বেসন এর ৪২ টি নমুনা সংগ্রহ করে আফ্লাটক্সিন এর উপস্থিতি ও পরিমান নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষান্তে ৪২ টি নমুনার কোনটিতেই মাত্রাতিরিক্ত আফ্লাটক্সিন পাওয়া যায় নাই।

১১.১.১৪ লবণের নমুনায় সালফেট ও আয়োডিনের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮ টি লবণের নমুনায় যথাক্রমে সালফেট ও আয়োডিনের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। পরীক্ষিত লবণের কোন নমুনাতেই সালফেট পাওয়া যায় নাই এবং আয়োডিনের পরিমাণও সঠিক পাওয়া যায়।

১১.১.১৫ আইসললি ও ললিপপ এর নমুনায় সোডিয়াম সাইক্লামেট (ঘনচিনি) এবং স্যাকারিন এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫ টি আইসললি ও ললিপপ এর নমুনায় স্যাকারিন এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগার হতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী কোন নমুনাতেই মাত্রাতিরিক্ত স্যাকারিন এর উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষিত ৯ টি আইসললি ও ললিপপ এর নমুনার মধ্যে ১ টি তে সোডিয়াম সাইক্লামেট (ঘনচিনি) পাওয়া যায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়।

১১.১.১৬ পানির নমুনায় হেভি মেটাল ও অনুজীবীয় দূষক এর উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়:

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৮ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭ টি নমুনায় সংশ্লিষ্ট প্যারামিটার অনুমোদিত মাত্রার উপরে রয়েছে এবং ১১ টি নমুনায় অনুমোদিত মাত্রার নিচে রয়েছে। যে সকল নমুনায় সংশ্লিষ্ট প্যারামিটার মাত্রাতিরিক্ত পাওয়া যায় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়।

BFSA

১১.১.১৭ পণ্যভিত্তিক নমুনা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৭ ধরণের খাদ্যপণ্য পরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ১৫ ধরণের খাদ্যপণ্যে বিরূপ ফলাফল পাওয়া যায়। বিরূপ ফলাফল প্রাপ্ত খাদ্য পণ্যের ভিতর রয়েছে পাউরুটি, গুড়, সস, মাংস, শুঁটকি মাছ, গুঁড়া দুধ, পাস্তুরিত তরল দুধ, মিষ্টিজাতীয় পণ্য, কোমল পানীয়, আচার, মোরব্বা, জিলাপী, পানি, ফ্রুট সিরাপ ও মধু।

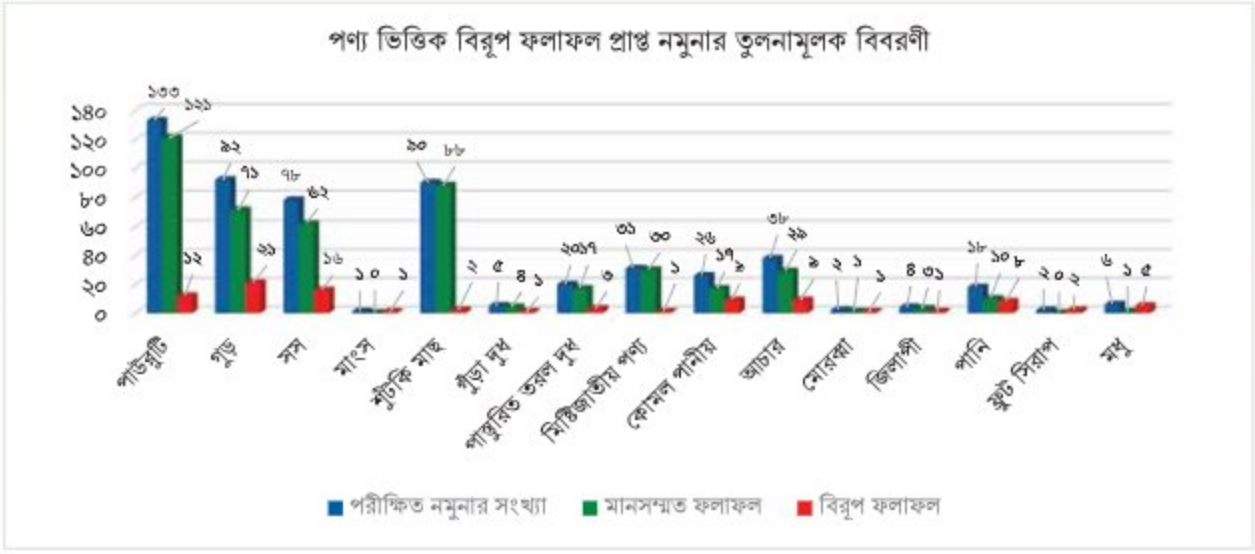

১১.১.১৮ প্যারামিটার ভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা:

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজার থেকে ৪৭ ধরনের খাদ্যপণ্য সংগ্রহপূর্বক সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৭ ধরনের খাদ্যপণ্যের ৬১টি প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে ৩৪টি প্যারামিটার মানসম্মত বলে বিবেচিত হয় এবং ২৭টি প্যারামিটারের প্রাপ্ত মানে বিরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।

BFSA

প্যারামিটার ভিত্তিক বিরূপ ফলাফল প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষার তুলনামূলক বিবরণী

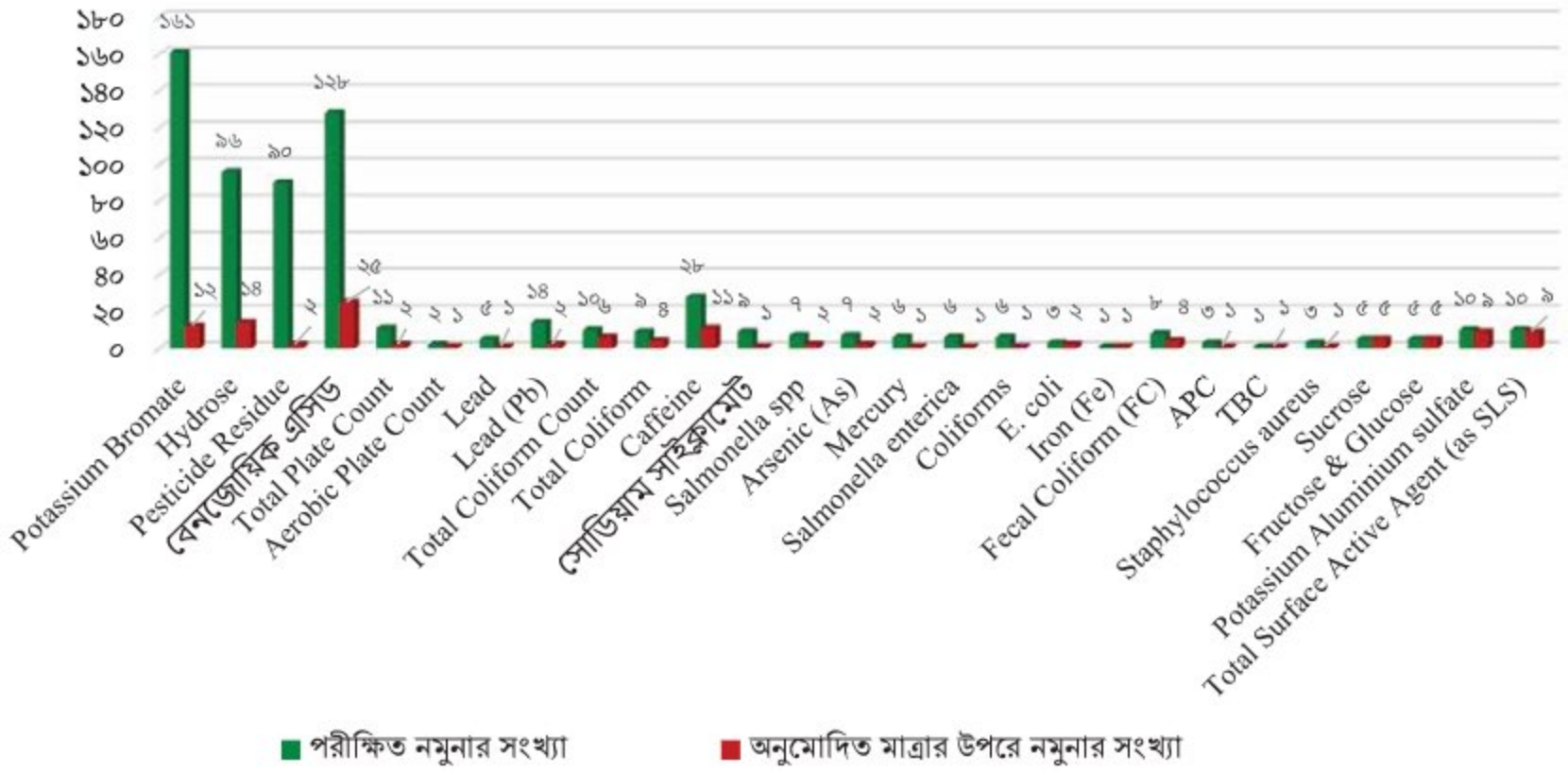

১১.১.১৯ প্যারামিটার ভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা:

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৭ ধরনের খাদ্যপণ্য সংগ্রহপূর্বক সরকার স্বীকৃত ০৮টি ল্যাবে ৬১টি প্যারামিটার পরীক্ষা করা হয়। তন্মোধ্যে ০৪টি ল্যাবের নমুনা পরীক্ষায় কোনো ধরনের বিরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি।

২. ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটোরি কার্যক্রম পরিচালনা:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মোবাইল ল্যাবরেটরি দ্বারা প্রতি মাসে ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা (Screening Test), খাদ্যস্থাপনা মনিটরিং এবং নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২.১ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোবাইল ল্যাবরেটোরিতে নমুনা পরীক্ষা:

কর্তৃপক্ষের মোবাইল ল্যাবরেটরি দ্বারা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঢাকার বিভিন্ন স্থান হতে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, সবজি, ভোজ্য তেল, পাউরুটি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের মোট ৩০০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে আফলাটক্সিন এম1, অ্যাবামেক্টিন, অ্যান্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ, ডিটারজেন্ট ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এর উপস্থিতি পরীক্ষার সকল নমুনার ফলাফল গ্রহণযোগ্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া সবজির ১০টি নমুনায় সাইপারমেথ্রিন ও ১০টি নমুনায় কার্বোফিউরান কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করে ফলাফল সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রার নিচে পাওয়া যায়। ৫৮টি পাউরুটির নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেটের উপস্থিতি শনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হয় এবং সকল নমুনায় পটাশিয়াম ব্রোমেটের অনুপস্থিতি পাওয়া যায়।

মোবাইল ল্যাবের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন স্থাপনার ভাজা-পোড়া খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত তেলের টোটাল পোলার কমপাউন্ড এর পরিমাণ পরীক্ষা করা হয় এবং ৭৯টি পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে ১৪টিতে অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় ফলাফল পাওয়া যায়। তাছাড়া ১৬টি ফর্টিফাইড ভোজ্য তেলের নমুনায় 'ভিটামিন এ' এর পরিমাণ পরীক্ষায় ৫টি নমুনায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার বাহিরে ফলাফল পাওয়া যায়। ভিটামিন এ পরীক্ষার নমুনা পুন:পরীক্ষণের জন্য ল্যাবে প্রেরণ করা হয়। শনাক্তকৃত পোড়া তেল খাদ্য স্থাপনা হতে তাৎক্ষনিকভাবে অপসারণ করা হয়।

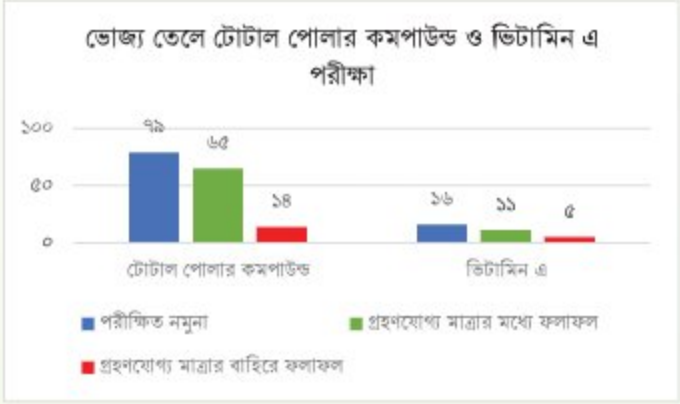

BFSA

১২.০ "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম:

১২.১ জনসচেতনতামূলক সেমিনার/কর্মশালা/কর্মসূচি আয়োজন:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপী উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক ৩১৬টি কর্মসূচি; পর্যটন এলাকায়, সুশীল সমাজ ও খাদ্যকর্মীদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ শীর্ষক ০৫টি সেমিনার এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা শীর্ষক ৬৫টি কর্মশালাসহ সর্বমোট ৩৮৬টি সেমিনার/কর্মশালা/কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে অংশীজনদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। এতে মোট ১১,১৪৮জন অংশগ্রহণ করেন।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনতামূলক সেমিনার/কর্মশালা/কর্মসূচির বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	কর্মসূচির বিবরণ	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি	৩১৬টি	৮,৪২৮জন
২.	সুশীল সমাজ, সাংবাদিক ও খাদ্য ব্যবসায়ীর সমন্বয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার	০৫টি	৩৫৫জন
৩.	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা	৬৫টি	২,৩৬৫জন
	সর্বমোট:	**৩৮৬টি**	**১১,১৪৮জন**

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্যের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারের স্থিরচিত্র

উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সেমিনারের স্থিরচিত্র

১২.২ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মনে করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খাদ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বছরব্যাপী বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ খাবার নিরাপদ রাখার উপায়, সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। ফলে সঠিক উপায়ে খাবার রান্না ও পরিবেশনের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানে যথাযথ খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিবরণ:

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (যশোর জেলা)	০৪ টি	১৮০ জন
২.	জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	১৩৬ টি	৪,০৮০ জন
৩.	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার প্রস্তুতকারীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৪ টি	১,৯২০ জন
৪.	ঢাকা মেট্রোপলিটনের স্ট্রিট ফুড ভেন্ডরদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪ টি	৩০০ জন
৫.	গুড়ে হাইড্রোজ ব্যবহার বন্ধে গুড় উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ টি	৪০০ জন
৬.	শেফ ও ম্যানেজারদের পোড়া তেল ও রঙ্গের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	০২ টি	১০০ জন
	সর্বমোট:	২২০ টি	৬,৯৮০ জন

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

১২.৩ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা প্রণয়ণ:

পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ১৫ (পনেরো) হাজার পরিবারকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক উক্ত নির্দেশিকা বিতরণের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া পারিবারিক পর্যায়ে ১,১৫,০০০ নির্দেশিকা বিতরণ হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" এর মোড়ক উন্মোচন

BFSA

১২.৪ সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে কর্মশালা:

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকার বহুল প্রচার প্রচারণার নিমিত্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ইনফ্লুয়েন্সার আছে তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করার জন্যে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, জনাব ইসমাইল হোসেন এনডিসি । ১৭ জন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত নির্দেশিকার বিষয়ে অবহিত হন এবং বিষয়টি তাদের ব্যক্তিগত সোশ্যাল একাউন্টে শেয়ার করে। এতে করে তাদের ফেসবুকের ভিউয়ার এবং ফলোয়ারগণ নির্দেশিকা'র বিষয়ে জানতে পারে। ইতোমধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ০৬টি কনটেন্ট প্রস্তুত করে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারগণ তাদের নিজস্ব ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছে। প্রত্যেক পেজের ভিউয়ার সংখ্যা ১০ (দশ) লক্ষাধিক। সে মোতাবেক ইতোমধ্যে ৬০ (ষাট) লক্ষাধিক ভিউয়ার নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা বিষয়ে অবহিত হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের অংশগ্রহণে কর্মশালার স্থিরচিত্র

১২.৫ টিভিসি নির্মাণ ও টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার:

কর্তৃপক্ষ প্রতিথযশা নির্মাতা ও নাট্যাভিনেতার অংশগ্রহণে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক টিভিসি নির্মাণ এবং তা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করে থাকে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে টিভিসি।

ক) ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত নির্মিত কর্তৃপক্ষের টিভিসির তালিকাসমূহ:

ক্রমিক	ভিডিও ডকুমেন্টারি/টিভিসির নাম	ব্যাপ্তি	উল্লেখ্যযোগ চরিত্র
১.	শাকসবজি ও ফলমূলে ফরমালিন বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা	০২ মিনিট	ঝুনা চৌধুরী, জিয়াউল হাসান কিসলু
২.	ট্রান্সফ্যাটযুক্ত খাবার গ্রহণ ও হৃদরোগের ঝুঁকি	০১ মিনিট	আজিজুল হাকিম
৩.	মোড়কজাত খাদ্যপণ্য লেবেলিং বিষয়ক বিধি-নিষেধ	০১ মিনিট	জাহিদ হাসান
৪.	আলাদা ব্যাগে বাজার পরিবহন	০১ মিনিট	হান্নান শেলী
৫.	নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া	০১ মিনিট	-
৬.	বাসি খাবার না খাওয়ার সতর্কতা	০১ মিনিট	আইনুন পুতুল
৭.	কোরবানি বিষয়ক	০১ মিনিট ১৭ সেকেন্ড	-
৮.	খাবার নিরাপদ রাখার ০৫টি চাবিকাঠি	০১ মিনিট	-
৯.	পথ খাবার প্রস্তুত ও নিরাপদ খাবার গ্রহণের বিধিনিষেধ	০১ মিনিট	-
১০.	রান্না করা খাবার নিরাপদ উপায়ে সংরক্ষণ	০১ মিনিট	শিরীন বকুল
১১.	খাবার নিরাপদ রাখি সবাই সুস্থ থাকি (ডকুমেন্টারি)	১৩মিনিট	-

১২.	খাদ্য স্পর্শক বিষয়ক	০১মিনিট	মোশারফ করিম
১৩.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার সুস্থতা সবার (অ্যানিমেশন)	০৪মিনিট	-
১৫.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা (নতুন নির্মিত)	৩০ সেকেন্ড	তানভিন সুইটি
১৬	জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা (নতুন নির্মিত)	৩০ সেকেন্ড	সাব্বির আহমেদ

(খ) ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেসরকারি টিভি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতকৃত টিভিসিসমূহ দেশের জনবহুল টিভি চ্যানেল (ডিবিসি নিউজ, নিউজ ২৪, বাংলা টিভি, এটিএন নিউজ, মাছরাঙ্গা টিভি, একুশে টিভি, চ্যানেল ২৪, এটিএন বাংলা, একাত্তর টিভি)-এ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (YouTube ও Facebook) মোট ৭৭০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ১০ পর্বের একটি ধারাবাহিক নাটক **(জীবনের গল্প)** বহুল জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল SA TV-তে প্রচার করা হয়েছে।

১২.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুভেচ্ছাদূত নিয়োগ সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রচার-প্রচারণা কার্য প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের বহুল জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী জনাব ফেরদৌস আহমেদ-কে একবছরের জন্য শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী জনাব ফেরদৌস আহমেদ-কে একবছরের জন্য শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ

১২.৭ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নানাবিধ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের পাঁচটি জনবহুল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (**বেইলি রোড, মোহাম্মাদপুর, খিলাগাঁও, আগারগাঁও ও চকবাজার**) মনিটরিং বুথ স্থাপনপূর্বক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। রমজান মাসব্যাপী কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বেলা ২ ঘটিকা থেকে ইফতার পর্যন্ত মনিটরিং, মাইকিং, লিফলেট, পোস্টার, মাস্ক ও ক্যাপ বিতরণের মাধ্যমে ইফতার প্রস্তুকারী, বিক্রয়কর্মী এবং ভোক্তা সাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রচার প্রচারণা কার্যক্রমের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বাংলা চলচিত্রের জনপ্রিয় সেলিব্রেটি জনাব ফেরদৌস আহমেদ ও জনাব ড. এজাজুল ইসলাম। সেলিব্রেটিদ্বয় উল্লিখিত স্থানসমূহে খাদ্য ব্যাবসায়ীগণকে ইফতার প্রস্তুত, বিক্রয় এবং ভোক্তা সাধারণকে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইফতারির এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর নিরাপদতা রক্ষার আহব্বান জানান। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ইফতার প্রস্তুতে ব্যবহৃত তেলের মান নিশ্চিতে তাৎক্ষণিকভাবে নমুনা সংগ্রহপূর্বক টোটাল পোলার কম্পাউন্ড (TPC) পরীক্ষা এবং পরীক্ষান্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ব্যবহার অনুপযোগী তেল ধ্বংস করা হয়।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক মনিটরিং কার্যক্রম

১২.৮ রান্না বিষয়ক প্রোগ্রাম:

পারিবারিক পর্যায়ে গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ এবং নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত বিষয়ে বাস্তব ধারণা প্রদাণের লক্ষ্যে রান্না বিষয়ক প্রোগ্রাম (**নিরাপদ রান্না নিরাপদ খাদ্য**) আয়োজন করা হয় । উক্ত প্রোগ্রামটি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বেসরকারি টিভি চ্যানেল ATN Bangla-তে মাসব্যাপী প্রচার করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামটিতে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি, অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা প্রচার করা হয়।

বেসরকারি টিভি চ্যানেল ATN Bangla তে (নিরাপদ রান্না নিরাপদ খাদ্য) আয়োজন

BFSA

১২.৯ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে জনসাধারনের জন্য খাদ্য নিরাপদতার স্বার্থে ০৭টি বিজ্ঞপ্তি কয়েক ধাপে বহুল প্রচারিত ৫২টি জাতীয় দৈনিক (বাংলা ও ইংরেজি) পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবেই বছরব্যাপী জনগণ ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে নিরাপদ খাদ্য আইন/বিধি/প্রবিধি সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়	পত্রিকার সংখ্যা	পত্রিকা/সাময়িকীর নাম
১.	কোরবানির গবাদিপশু জবাই, মাংস প্রস্তুত ও সংরক্ষণে সচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি	১০টি	বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর, ইত্তেফাক, প্রতিদিনের সংবাদ, মুক্ত খবর, বাংলাদেশের আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দেশ রূপান্তর, যায়যায়দিন, আজকের দর্পণ, The Financial Express, Dhaka tribune
২.	খবরের কাগজের মাধ্যমে খাবার গ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	০৭টি	বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক আমাদের সময়, সমকাল, আলোকিত বাংলাদেশ, দৈনিক বণিক বার্তা, The Daily Star, Dhaka tribune
৩.	বেকারি খাদ্যপণ্য মোড়কীকরণ	০৯টি	বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রতিদিনের সংবাদ, সময়ের আলো, স্বদেশ প্রতিদিন, দৈনিক বাংলা, Daily sun, The Business Standard, The Asian Age
৪.	গুড়ে ক্ষতিকর হাইড্রোজ-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ সম্পর্কিত	০৯টি	দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক আমাদের সময়, কালের কণ্ঠ, সমকাল, আমাদের নতুন সময়, বাংলাদেশের আলো, দৈনিক বাংলা, The Financial Express, The Daily new age
৫.	পবিত্র রমজানে খাদ্যের নিরাপদতায় ভোক্তাদের করণীয়	০৪টি	প্রথম আলো, ইত্তেফাক, মুক্ত খবর, Dhaka tribune
৬.	পবিত্র রমজানে খাদ্যের নিরাপদতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি	০৫টি	দৈনিক কালবেলা, সকালের সময়, আজকের পত্রিকা, বাংলাদেশ সমাচার, The Business Standard
৭.	পারিবারিক নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি	০৮টি	বাংলাদেশ প্রতিদিন, যুগান্তর, আমাদের সময়, কালের কণ্ঠ, সমকাল, প্রতিদিনের সংবাদ, দৈনিক বাংলা, The Asian Age

১২.১০ নিরাপদ পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা, ফ্লায়ার ও লিফলেট মুদ্রণ বিতরণ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ তিন ধরনের প্রচার সামগ্রী (নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা, ফ্লায়ার ও লিফলেট) মুদ্রণ বিতরণ মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন করেছে এবং বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ তিন ধরনের প্রচার সামগ্রী (নিরাপদ পারিবারিক খাদ্য নির্দেশিকা, ফ্লায়ার ও লিফলেট) বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক	ডকুমেন্টের নাম	ধরন	সংখ্যা	বিতরণ
১.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা	বই	১,১৫,০০০	বিতরণ করা হয়েছে।
২.	নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক লিফলেট	লিফলেট	৫০,০০০	প্রক্রিয়াধীন
৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ফ্লায়ার	ফ্লায়ার	১,০০,০০০	
৪.	পোস্টার (হোটেল/রেস্তোরাঁর জন্য পালনীয় এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সমূহ) মুদ্রণ ও বাঁধাই	পোস্টার	৬০০	

BFSA

১২.১১ বাল্ক এসএমএস-এর মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা প্রেরণ:

তৃণমূল মানুষের নিকট নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য ক্ষুদে বার্তা (Bulk SMS) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই মোতাবেক, জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ ও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে বিটিআরসি (BTRC) এর সহযোগিতায় সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ০২টি ক্ষুদে বার্তা (Bulk SMS) প্রচার করা হয়েছে।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাল্ক এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচার সংক্রান্ত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	বাল্ক এসএমএস এর বিষয়	বিষয়বস্তু	এসএমএস সংখ্যা	বিতরণকৃত সংখ্যা
১.	নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"। ০২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ সফল হোক। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রচার করা হয়েছে।	সকল অপারেটর	BTRC এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ক্ষুদে বার্তা	(সেহরি এবং ইফতারে নিরাপদ ও সুষম খাবার গ্রহণ করুন। অস্বাস্থ্যকর, অতিরিক্ত ভাজা-পোড়া ও রং মিশ্রিত খাবার পরিহার করুন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়) প্রচার করা হয়েছে।	সকল অপারেটর	

১২.১২ FM রেডিও-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

FM রেডিও-কে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শক্তিশালী মিডিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শহরের ব্যস্তময় মানুষের নিকট সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিতে এফএম রেডিও এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দেশে বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় ০৩টি রেডিওতে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মোট ৩০০ মিনিটের বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ FM রেডিও-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

ক্র: নং	প্রচারিত বার্তা	প্রচারিত (মিনিট)	বার্তা প্রচারিত রেডিও চ্যানেলের নাম
১.	"নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা"	৩০০ মিনিট	Radio Today 88.6, ABC Radio 89.0, Dhaka FM 90.4

১২.১৩ পথ নাটকের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি:

পথ নাটকের সহযোগিতায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষণীয় কোনো বিষয় বা ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্তৃক রাস্তার মোড়ে, বাজারে, গাছের নীচে অবস্থানরত জনগণকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রদান করার জন্য ০৮টি বিভাগীয় শহরের জনবহুল স্থানে ০৮টি পথ নাটক প্রদর্শন কার্য সম্পন্ন করেছেন।

১২.১৪ মাইকিং-এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক বার্তা প্রচার:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ পবিত্র ঈদুল আজহায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে দেশব্যাপী ০৩ (দিন) মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক মাইকিং বিবরণ:

ক্রমিক	মাইকিং এর বিষয়	ব্যাপ্তীকাল (দিন)	প্রচারের স্থান
১.	পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির মাংসের নিরাপদতা বিষয়ক মাইকিং	০৩ দিন	সকল জেলা

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনার স্থিরচিত্র

নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে গ্রামীণ নারী ও পুরুষকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করার জন্য উঠান বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গৃহিণীদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার নিমিত্ত প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে ১৯২টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪,৮০০জন অংশগ্রহণ করেন।

নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করার নিমিত্ত আয়োজিত উঠান বৈঠকের স্থিরচিত্র

BFSA

১২.১৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার/কর্মসূচি:

শিক্ষার্থীদের মাঝে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সূচনালগ্ন হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/কর্মসূচি আয়োজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৪৯৫টি সেমিনার/কর্মসূচি আয়োজন করে এবং এতে প্রায় ৪৯,৫০০ জন শিক্ষার্থীকে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/কর্মসূচির বিবরণ:

ক্রমিক	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/কর্মসূচির বিষয়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি আয়োজন	৩০০টি	৩০,০০০জন
২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সেমিনার	১৯৫টি	১৯,৫০০জন
	সর্বমোট:	৪৯৫টি	৪৯,৫০০জন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় স্কুল পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির

খুলনা জেলায় স্কুল পর্যায়ে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক স্কুল সেমিনার

BFSA

১৩.০ লাইব্রেরি সংক্রান্ত:

একটি জাতিকে উন্নত, শিক্ষিত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লাইব্রেরির অবদান অনস্বীকার্য। কর্মকর্তা কর্মচারীদের জ্ঞানের পরিধি বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় বই ক্রয়-প্রক্রিয়া অব্যহত রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লাইব্রেরি শাখা কর্তৃক দুর্লভ ও মূল্যবান মোট ১০৫টি বই ক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তপক্ষের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা

১৪.০ বিগত (২০২২-২৩) অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ ও অন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত যৌথ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় যোগদান করেছেন। এর মাধ্যমে আন্তঃসংস্থা সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	Official Control, Food Safety Management Systems, Risk-based approach to food safety	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা	১২-১৪ জুন ২০২৩	Hotel Amari	২৫

বিগত (২২-২৩) অর্থবছরে অন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণের বিবরণী:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	Training Course on Food Safety Management Systems: Advanced	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা	৫-৮ সেপ্টেম্বর ২০২২	-	১

BFSA

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থী	তারিখ	স্থান/অনলাইন	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	১১-২২ সেপ্টেম্বর	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	১
৩.	Technical Workshop on National Food Safety Policy	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	২২ সেপ্টেম্বর ২০২২	পদ্মা হল, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকা	১
৪.	ইউএনও ফিটলিস্টভুক্ত করণের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	২৫ সেপ্টেম্বর-০৬ অক্টোবর ২০২২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	১
৫.	Waste Management	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	১৫ অক্টোবর ২০২২	কক্সবাজার	১
	Promoting Tourism: Role of Tourist Police		১৬ অক্টোবর ২০২২		
৬.	ইউএনও ফিটলিস্টভুক্ত করণের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	১৩-২৪ নভেম্বর ২০২২	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি	১
৭.	Procurement Management বিষয়ক মৌলিক ধারণা	প্রধান কার্যালয়ের ও জেলা কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	Engineering Staff College of Bangladesh (ESCB)	৯
৮.	৩৩তম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	১৯ ফেব্রুয়ারি হতে ০২ মার্চ ২০২৩	বিসিএস প্রশাসন একাডেমি	১
৯.	Procurement Management সংক্রান্ত	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	০৮ মে ২০২৩	Engineering Staff College of Bangladesh (ESCB)	১
১০.	প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	২১-২৫ মে ২০২৩	আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটোরিয়াম, খামার বাড়ি সড়ক, ফার্মগেট	১
১১.	বাংলাদেশে কোডেক্স কার্যক্রম সংক্রান্ত সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত পথনকশা তৈরি	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২৪-২৫ মে ২০২৩	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর-এর গাঙচিল হলে	৮
১২.	'Study of Requirment, Preventive Control Measures and Policy to Ensure Food Safety and Public Health'	প্রধান কার্যালয়ের ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণ	২৩ মে ২০২৩	কনফারেন্স রুম, কারস (২য় তলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২
১৩.	উপজেলা প্রশাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা	১৮-২২ জুন ২০২৩	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী	১

BFSA

১৪.১ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল (PMP) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ে (যেমন: Feasibility Study, DPP, TAPP, RDPP, PIP, RTAPP, PDPP) সার্বিক ধারণা এবং একইসাথে প্রকল্প সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ জন কর্মকর্তাকে গত ২৯ এপ্রিল ২০২৩ হতে ০৭ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী Advanced Project Development and Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি Project Management Solutions BD এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ প্রকল্প প্রস্তুত, বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সার্বিক ধারণা অর্জন করেন।

Advanced Project Development and Management বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের স্থিরচিত্র

১৪.১ ০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ইনহাউজ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ক্রমিক	মাসের নাম	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	জুলাই-২০২২	২	১০৫
২.	আগস্ট-২০২২	২	১০৮
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২২	২	১০৫
৪.	অক্টোবর-২০২২	২	১০৫
৫.	নভেম্বর-২০২২	২	১০৪
৬.	ডিসেম্বর-২০২২	২	১০২
৭.	জানুয়ারি-২০২৩	২	৯৯
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২৩	২	৯৮
৯.	মার্চ-২০২৩	২	৯৯
১০.	এপ্রিল-২০২৩	২	২০২
১১.	মে-২০২৩	৫	২২৪
১২.	জুন-২০২৩	-	-

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা = ২৬ জন।

BFSA

১৫.০ কর্তৃপক্ষের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

১৫.১ বিগত (২০২২-২৩) অর্থবছরে ই-নথি কার্যক্রমের মাসভিত্তিক প্রতিবেদন:

মাস	নথির সংখ্যা	মোট নথি নিষ্পত্তিকৃত				মোট পত্রজারি
		ডাক থেকে সৃজিত নোটে নিষ্পন্ন	নোটে নিষ্পত্তি	পত্রজারিতে মোট নিষ্পন্ন নোট	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথি	
জুলাই ২২	২৯	২৫	৪৮	৪১	১১৪	৭১
আগষ্ট ২২	৩৬	৭১	১০৪	১০৭	২৮২	১৭৬
সেপ্টেম্বর ২২	৩০	২৮	৮০	১০০	২০৮	১৫৩
অক্টোবর ২২	১৪	৬৫	১০৩	১০৩	২৭১	১৬৩
নভেম্বর ২২	২০	৭	৮৯	৭৮	১৬৪	১০৮
ডিসেম্বর ২২	১১	১১	৭৩	৭০	১৫৪	১০৭
জানুয়ারি ২৩	১০	৯	১০২	১২৮	২৩৯	২০২
ফেব্রুয়ারি ২৩	১০	২০	৮২	৯৪	১৯৬	১৪৬
মার্চ ২৩	৬	৪	৫৭	৫০	১১১	৬৮
এপ্রিল ২৩	১৩	১২	৯৪	৬৯	১৭৫	৮১
মে ২৩	১৯	৭	৪৬	১০৭	১৬০	১২৮
জুন ২৩	৮	৩	৪৯	৬৫	১১৭	৭৫
মোট	**২০৬**	**২৬২**	**৯২৭**	**১০১২**	**২১৯১**	**১৪৭৮**

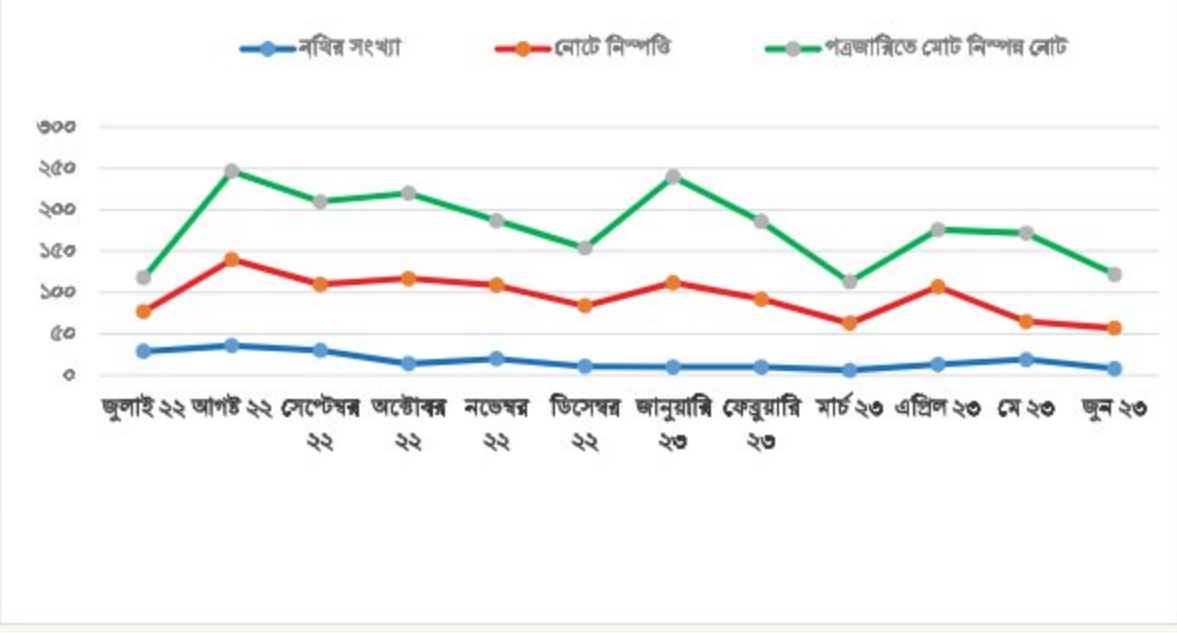

BFSA

১৫.২ ই-নথি কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের ই-নথি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের দায়িত্বরত নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের ই-নথির আইডি চালু করার কার্যক্রম চলমান।

১৫.৩ ই-নথি কার্যক্রমের বছরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র:

BFSA

১৬.০ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন:

১৬.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা:

সরকারি সংস্থা/তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমন্বয় ও তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাজকে বেগবান ও গতিশীল করে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ জেলা কার্যালয় ও বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এ সকল তথ্য সমন্বিত করে প্রতি মাসে কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়নে প্রচার করে থাকে।

১৬.২ তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য ০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার বাধ্যবাধকতা আছে। সে অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন:

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল নম্বর	
মোঃ কাওছারুল ইসলাম সিকদার অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৫৩১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	+৮৮০২-২২২২২৩৬৫৮ ০১৭৯০১৭৭৯৪৫ addldirector.ict@bfsa.gov.bd	

খ) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল নম্বর	
এস.এম. নুরুজ্জামান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৫২১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	০১৭৫৮০১৩৮৬৩ statistics@bfsa.gov.bd	

গ) আপিল কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল নম্বর	
মো: আব্দুল কাইউম সরকার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	রুম নং-৬০১ (লেভেল-৫) বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা- এর পার্শ্বে) ১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা।	০২-২২২২২৩৬২৬ ০১৭৯৯৮৭৩২১৯ chairman@bfsa.gov.bd	

BFSA

১৬.৩ তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের ৪ ধারা মোতাবেক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকদের অবহিত হওয়ার সুবিধার্থে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" প্রণয়নপূর্বক প্রকাশ করেছে। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে জনগণের জ্ঞাতার্থে নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৬.৪ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	দায়িত্ব
১.	সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সভাপতি
২.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (ঝুঁকি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫.	পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক (মান), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত পরিচালক (পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য	সদস্য
৭.	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব

১৬.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত):

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নের হার (%)
১.	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা	১০০%
২.	স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তালিকা তৈরি	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
৩.	চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা তৈরি	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
৪.	প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা তৈরি	তালিকা তৈরি হয়েছে	১০০%
৫.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনঃনিয়োগ/পরিবর্তন	দায়িত্ব দেয়া হয়েছে	১০০%
৬.	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুনঃনিয়োগ/পরিবর্তন	দায়িত্ব দেয়া হয়েছে	১০০%
৭.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রকাশ	২২ ডিসেম্বর ২০২২	১০০%
৮.	ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	অর্জিত হয়েছে	১০০%

১৬.৬ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চাহিত তথ্য সংক্রান্ত বিবরণ:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরণের তথ্য স্ব-প্রণোদিতভাবেই ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিগণ (যেমন- সাংবাদিক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, খাদ্য ব্যবসায়ীসহ বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক তথ্য চাইলে প্রয়োজন অনুসারে তথ্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কেউ তথ্য চাইলে তা যথা সময়ে সরবরাহ করা হয়।

১৬.৬.১ বিগত (২০২২-২৩) অর্থবছরের তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চাহিত তথ্য ও সরবরাহকৃত তথ্যাদি:

চাহিত তথ্য	সরবরাহকৃত তথ্য	প্রক্রিয়াধীন	অসরবরাহকৃত তথ্য
১১	১১	০	০

১৬.৭ তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি প্রতিবেদন:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রাতিষ্ঠানিক	০৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০৬	১০০%
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[২.১] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে	[২.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৪	নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত
		[২.২] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[২.২.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩	২৪ অক্টোম্বর ২০২২
		[২.৩] তথ্য অধিকর আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ	[২.৩.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
		[২.৪] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধানসম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[২.৪.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০৩	জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে ০৩টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
		[২.৫] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.৫.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৩	যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে
		[২.৬] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[২.৬.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	সংখ্যা	০২	যথাসময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার

১৬.৮ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে কমপক্ষে ০৩ (তিন)টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা আছে। প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সভা, সেমিনার, কর্মশালা কিংবা প্রচারপত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে তুলনামূলক কম সচেতন এমন ০৩ (তিন)টি জেলায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের/অংশীজনদের নিয়ে সেমিনার/কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বিষয়	সেমিনার/কর্মশালার স্থান ও তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ১৫/০৫/২০২৩	২০ জন
২.	উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	সদর উপজেলা, ভোলা ২৩/০৫/২০২৩	২০ জন
৩.	উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ০৫/০৬/২০২৩	৪৬ জন

অংশীজনদের অংশগ্রহণে ভোলা সদর উপজেলা, ভোলা এ আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

অংশীজনদের অংশগ্রহণে শ্রীমঙ্গল উপজেলা, মৌলভীবাজার এ আয়োজিত তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

১৬.৯ তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ে কমপক্ষে ০৩ (তিন)টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তার আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ০৩ (তিন)টি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণের আওতায় কর্তৃপক্ষের প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারী তথ্য অধিকার আইন, বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব সমন্ধে এবং জনগণের তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

ক্রমিক	বিষয়	প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১.	কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৯ম গ্রেড এবং তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬০৮), তারিখ: ০৩/০৪/২০২৩	৪২ জন
২.	কর্তৃপক্ষের জেলা কার্যালয়ে কর্মরত নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	অনলাইন (জুম প্লাটকর্ম) তারিখ: ১০/০৪/২০২৩	৫৮ জন
৩.	কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ১৩-১৬ তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়ে দিনব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	অনলাইন (জুম প্লাটকর্ম) (তারিখ: ২৭/০২/২০২৩	৮৬ জন

১৭.০ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অন্যান্য দিবস:

১৭.১ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উৎসাহ ও অনুমোদনক্রমে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর ০২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস হিসাবে উদযাপন করা হচ্ছে। **"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিআইআইএসএস (BIISS) অডিটোরিয়াম, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ উদযাপন

এক নজরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩

ক্রমিক	বিষয়	বিবরণ
১.	তারিখ	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
২.	স্থান	বিআইআইএসএস (BIISS) অডিটোরিয়াম, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৩.	সময়	সকাল ১০.৩০
৪.	প্রধান অতিথি	জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.	সভাপতি	জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার , চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৬.	বিশেষ অতিথি	জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭.	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	**Mr. Sanjay Dave**, International Food Safety Expert to FAO
৮.	স্বাগত বক্তব্য	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
	সম্মানিত অতিথির বক্তব্য	জনাব ডা: মো: এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	অংশগ্রহণকারী	মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং খাদ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ১০০ জন বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ
১০.	মিডিয়া ও সাংবাদিক	ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ৪০জন

১৭.২ বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস:

নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপি সর্বস্তরের মানুষের জনসচেতনতার লক্ষ্যে ৭ জুন বিশ্বব্যাপি নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়ে আসছে। টেকসই জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয়ে থাকে। ২০২৩ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য "Food Standards Save lives"। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এবং গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার স্থিরচিত্র

১৭.৩ "10th International Food Safety Forum" আয়োজন:

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল-এ ১১ জুন ২০২৩ তারিখ দিনব্যাপী "10th International Food Safety Forum" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির প্রতিপাদ্য ছিল "Keeping the Food Safe and Nutritious, Preventing Losses"। International Finance Corporation (IFC) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন।

অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি ও সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Wagner Albuquerque de Almeida, IFC Global Director। এছাড়াও আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যেমন, WHO, FAO, Fias, GAFSP, World Bank Group, Bill & Melinda Gates Foundation , USAID/FTF, UNIDO থেকে অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

"10th International Food Safety Forum" আয়োজনের স্থিরচিত্র

IFC কর্তৃক Official Control, Food Safety Management Systems, Risk-based approach to food safety শীর্ষক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

১৮.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

রূপকল্প:

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের জন্য নিরাপদ খাদ্য।

অভিলক্ষ্য:

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, খাদ্যশিল্প ও খাদ্য ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের সহযোগিতায় যথাযথ বিজ্ঞানভিত্তিক বিধি-বিধান তৈরি ও কার্যকর প্রয়োগ এবং খাদ্য শৃঙ্খল পরিবীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ সালের কর্তৃপক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন:

ক্র.	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
০১	[১.১] বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ''প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা, ২০২২'' এর খসড়া প্রণয়ন	প্রশাসনিক জরিমানা বিধিমালা, ২০২২'' এর খসড়া ২৬-০১-২০২৩ তারিখে প্রণয়ন করে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০২	[১.২] পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক Content অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে BFSA কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	সুপারিশ ১০-০৭-২০২২ তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	[১.৩] মোবাইল ল্যাবরেটরিতে খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন প্যারামিটার টেস্ট সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন	১ টি গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে।
০৪	[১.৪] জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভা।	১ টি সভা ২৯-০৫-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৫	[১.৫] জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৬৫% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬	[১.৬] কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৮৭% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
০৭	[১.৭] বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর মধ্যে আন্ত:সংস্থা সমন্বয়	১০-১০-২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।
০৮	[১.৮] কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬১ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
০৯	[২.১] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮০০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০	[২.২] নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি	৩২ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১	[২.৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৪০০ সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
১২	[২.৪] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গৃহিনীদের সাথে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক	১১০ টি উঠান বৈঠক আয়োজিত হয়েছে।
১৩	[২.৫] এফপিএমইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন / বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পারিবারিক নিরাপদ খাদ্য নির্দেশিকা এর আলোকে টিভিসি প্রস্তুত	২ টি টিভিসি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্র.	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১৪	[২.৬] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে টিভিসি এবং বেতার/ কমিউনিটি রেডিও/ এফএম রেডিও এর মাধ্যমে প্রচার	৩০০ মিনিট প্রচার করা হয়েছে।
১৫	[২.৭] নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পথনাটক আয়োজন	৮ টি পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৬	[২.৮] গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপদ খাদ্য আইন এবং বিধি প্রবিধি অবহিতকরণ কর্মশালা	৬১ জন গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৭	[৩.১] দেশব্যাপী খাদ্যের নিরাপদতার ঝুঁকি ভিত্তিক নমুনা পরীক্ষা	১১৭৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
১৮	[৩.২] দেশব্যাপী খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন	৫৯১১ টি খাদ্য স্থাপনা ও বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে।
১৯	[৩.৩] প্যাকেটজাত খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	২০ টি প্যাকেটজাত খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।
২০	[৩.৪] নজর অ্যাপসের মাধ্যমে হোটেল/ রেস্তোরাঁ মনিটরিং	১০ টি হোটেল/ রেস্তোরাঁ মনিটরিং করা হয়েছে।
২১	[৩.৫] মোবাইল ল্যাবরেটরি এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নমুনা পরীক্ষা	৩০০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।
২২	[৩.৬] নতুন হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং প্রদান	৬৪ টি হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে।
২৩	[৩.৭] খাদ্য সংরক্ষণাগার /হিমাগার পরিদর্শন	২০ টি খাদ্য সংরক্ষণাগার /হিমাগার পরিদর্শন করা হয়েছে।
২৪	[৩.৮] মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	১৩১ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

১৮.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সভা সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	সভার বিষয়	তারিখ
১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ টিমের ১ম সভা	০১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি:
২	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান সংক্রান্ত।	২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি:
৩	নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা	২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
৪	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়ন ও কমিটি গঠন সংক্রান্ত সভা।	১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি:
৫	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ এর অর্জন সংক্রান্ত সভা	১৩ জুন, ২০২৩ খ্রি:
৬	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ এর বার্ষিক অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা	০৬ জুলাই, ২০২৩ খ্রি:

BFSA

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি:

০১। সদস্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - আহবায়ক (এপিএ টিম লিডার)
০২। সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৩। পরিচালক, খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম শাখা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৪। পরিচালক, সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৫। অতিরিক্ত পরিচালক, পরিসংখ্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৬। জনাব মো. আসলাম উদ্দিন, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য (বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট)
০৭। জনাব জেবিদাস রায়, সহকারী পরিচালক, সাচিবিক শাখা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৮। জনাব তানজীম আহাম্মদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৯। জনাব এস.এম. নুরুজ্জামান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১০। জনাব দিপুর পোদ্দার, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১১। জনাব মোহাম্মদ ইমরান হোসেন মোল্লা, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১২। জনাব ইসফাক ওয়াহেদ বিন রহিম, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১৩। জনাব সুমেন মজুমদার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১৪। উপপরিচালক, সমন্বয় ও সংসদ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য সচিব (ফোকাল পয়েন্ট)

১৮.১.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ফলাবর্তক কর্মশালা:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কার্যালয়সমূহের এপিএ এর অর্ধবার্ষিক ফলাবর্তক কর্মশালা গত ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. তারিখ জুম প্লাট ফর্মে অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত প্রশিক্ষণে ৬১ জন অংশগ্রহণ করে।

১৮.১.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২২-২০২৩ দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্যে এপিএ প্রণোদনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা:

প্রণোদনা প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম	পদবি	কার্যালয়
১	মোঃ রকিবুল হাসান	উপপরিচালক	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়
২	উম্মে সালিক রুমাইয়া	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়
৩	সৈয়দ সারফরাজ হোসেন	নিরাপদ খাদ্য অফিসার	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জেলা কার্যালয়, সিলেট

BFSA

এপিএ বাস্তবায়নের প্রণোদনা, ২০২২-২০২৩ প্রদান:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণোদনা গ্রহণ করছেন
জনাব মোঃ রকিবুল হাসান, উপপরিচালক

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণোদনা গ্রহণ করছেন
জনাব উম্মে সালিক রুমাইয়া, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

১৮.১.৩ এপিএ ও অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাপ্ত নম্বর:

ক্রমিক	বিষয়	বণ্টনকৃত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	এপিএ	৭০	৬৮.৪
২.	শুদ্ধাচার	১০	৯.৮
৩.	ই-গভর্ন্যান্স	১০	৯.৪
৪.	অভিযোগ প্রতিকার	৪	৩.৫৭৬
৫.	সেবা প্রদান	৩	২.৭
৬.	তথ্য অধিকার	৩	২.৭৬
	মোট	১০০	৯৬.৬৩৬

নৈতিকতা কমিটি:

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সভাপতি
০২। সদস্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৩। সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৪। পরিচালক, খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৫। পরিচালক, সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৬। পরিচালক, নিরাপদ খাদ্যমান প্রমিতকরণ প্রত্যয়ন সমন্বয়, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৭। জনাব মো. আসলাম উদ্দিন, মনিটরিং অফিসার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য (বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট)
০৮। জনাব তানজীম আহাম্মদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
০৯। জনাব দিপুর পোদ্দার, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১০। ফরিদ মোল্লা, হিসবারক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১১। জনাব তাইফ আলী, গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১২। জনাব আবুল হাসনাত, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১৩। জনাব সৌরভ কুমার সিংহ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য
১৪। উপপরিচালক, সমন্বয় ও সংসদ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ - সদস্য সচিব (ফোকাল পয়েন্ট)

BFSA

নৈতিকতা কমিটির সভা:

ক্রমিক	সভার বিষয়	তারিখ
১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ২০২১-২০২২ জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ১ম সভা	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি:
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.
৩	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ২য় সভা	২৭ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.:
৪	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ৩য় সভা	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি.:
৫	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা	১০ মে, ২০২৩ খ্রি:
৬	শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ প্রদান সংক্রান্ত সভা	২০ জুন, ২০২৩ খ্রি.

১৮.২ শুদ্ধাচার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ৩৫ জন কর্মচারী গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি:, আওতাধীন জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ৬১ জন নিরাপদ খাদ্য অফিসারদের ১২-১০-২০২২ খ্রি: ১৩-১৬ গ্রেডের ৩২ জন কর্মচারীদের ২৯-০৩-২০২৩ খ্রি: এবং ১৯-০৫-২০২৩ তারিখে ৪০ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

১৮.২.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামের তালিকা:

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ প্রাপ্তদের তালিকা:

ক্রমিক	বিষয়	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম
১	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত)	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি)
২	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত)	জনাব জেবিদাস রায় সহকারী পরিচালক
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (আওতাধীন জেলা কার্যালয় প্রধান)	জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান নিরাপদ খাদ্য অফিসার, খুলনা
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (আওতাধীন জেলা কার্যালয় প্রধান)	জনাব মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম নিরাপদ খাদ্য অফিসার, চট্টগ্রাম
৫	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-১৬ ভুক্ত)	জনাব গাজী মিয়া ক্যাটালগার

BFSA

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ, সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি)

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব জেবিদাস রায়, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয়

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান
নিরাপদ খাদ্য অফিসার, খুলনা

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম
নিরাপদ খাদ্য অফিসার, চট্টগ্রাম

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব গাজী মিয়া, ক্যাটালগার, প্রধান কার্যালয়

BFSA

১৮.৩ SDG সংক্রান্ত তথ্য:

নীতি/পরিকল্পনার নাম ও সূচক	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) Food System	**লক্ষ্যমাত্রা** ২.১- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো। **SDG Goal/Target 2.1, 2.c:** Ensure availability of safe and nutritious food for healthy diets (page: 731)	ক) দেশব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক ০২ টি টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৩০০ মিনিট প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খ) ৫৯১১ টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শনপূর্বক মান উন্নয়ন করা হয়েছে। মানের ভিত্তিতে ৬৪ টি খাদ্যস্থাপনাকে যথাযথভাবে পরিদর্শনপূর্বক গ্রেডিং প্রদান করা হয়েছে। গ) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ১৮০০ জন খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঘ) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক ৩২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ৪০০ টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম চ) নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গৃহিনীদের সাথে সচেতনতামূলক ১১০ টি উঠান বৈঠক
দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)	**সমন্বিত কর্মকৌশল ছক ৬.২.৩** জীববৈচিত্র্য ও খাদ্যবৈচিত্র্যের জন্য দেশজ ফসল, ফল ও শাকসবজি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। **সমন্বিত কর্মকৌশল ছক ৬.৫.৮** বাংলাদেশ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বাড়ানো ও কোডেক্স / ইনফোস্যানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগের জন্য জবাবদিহি বাড়ানো।	ক) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সচেতনতামূলক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/ কর্মসূচি খ) খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা ১১৭৩ টি গ) দেশব্যাপী খাদ্যস্থাপনা ও বাজার মনিটরিং এবং পরিদর্শন ৫৯১১ টি ঘ) খাদ্য সংরক্ষণাগার /হিমাগার পরিদর্শন ২০ টি ঙ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ইনফোস্যান ইমার্জেন্সি কনটাক্ট পয়েন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। (চ) মোবাইল কোর্ট ১৩১ টি। (ছ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর মধ্যে ১০-১০-২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৯.০ কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কর্তৃপক্ষের গবেষণাধর্মী কার্যক্রম:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবেষণা অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১১৪টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ কারিগরি ও প্রেজেন্টেশন মূল্যায়নের ভিত্তিতে মোট সাত (০৭) টি গবেষণা প্রস্তাব অনুদান প্রদানের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০% অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয় এবং বাকি অর্থ আগামী বছরে নীতিমালা অনুযায়ী প্রদান করা হবে। অনুদানকৃত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপ :

১৯.১ Inception Workshop & Award Giving Ceremony আয়োজন:

অনুদানপ্রাপ্ত ০৭ টি গবেষণার গবেষকদের উপস্থিতিতে একটি Inception Workshop & Award Giving Ceremony আয়োজেনর মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়।

ক্র. নং	গবেষণার বিষয়	মূল গবেষক গনের নাম
০১	Exploration of the present status of pesticide residues in dried fish and estimation of their probable health risk to	Md. Ariful Islam, SSO Shrimp Research Station BFRI
০২	Monitoring of pesticide residues and their associated health risk assessment in fruits.	Dr. Mohammad Dalower Hossain Prodhan, SSO Pesticide Analytical Laboratory Pesticide Research & Environmental Toxicology Section Entomology Division, BARI
০৩	Standardization of Ethylene Gas for Uniform Fruit Ripening in Low-Cost Ripening Chamber	Dr. Md. Golam Ferdous Chowdhury, SSO Postharvest Technology Division Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Gazipur-1701
০৪	Prevalence of microbial hazards in street food and ready-to-eat salad items in restaurants and their probable risk analysis	Md. Latiful Bari, Pd.D Chief Scientist & Head Food Nutrition and Agriculture Research Laboratory Centre for Advanced Research in Sciences, University of Dhaka
০৫	Root Cause Analysis of Heavy Metal and Antibiotic Residue in Poultry Value Chain in Bangladesh	Dr. Mohammed Abdus Samad Head Animal Health Research Division Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka-1341
০৬	Heavy metal contamination in vegetables and associated human health risk	Professor Dr Mahmud Hossain Sumon Department of Soil Science, BAU
০৭	Study on artificial fruit ripening agents and development of fruit ripening chamber.	Dr. Abul Hasnat M Solaiman, Professor Sher-e-Bangla Agricultural University Dhaka-1207

BFSA

Inception Workshop & Award Giving Ceremony আয়োজনের স্থিরচিত্র

১৯.১ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে বর্তমানে দুটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ক) Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC)

খ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC) শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যাদি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বিএফএসএর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং খাদ্যের নিরাপদতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- চলমান খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং খাদ্য পরীক্ষাগারের সহযোগিতা জোরদারকরণ;
- ফুড বিজনেস অপারেটরদের কার্যক্রম তদারকি/মনিটরিং ও তদারকি ব্যবস্থা উন্নতকরণ;
- খাদ্যের নিরাপদতা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিককরণে সহায়তা প্রদান;
- দেশে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- আন্ত:সংস্থা সহযোগিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- সামগ্রিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান; এবং
- বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যের নিরাপদতা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সহায়তা করা।

BFSA

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ:

১.	প্রকল্পের শিরোনাম	: Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ)	: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	: কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৫.	প্রকল্প শুরুর তারিখ	: ০১ জুলাই ২০২১ খ্রি.
৬.	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: ৩০ জুন ২০২৬ খ্রি.

প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

	মোট বরাদ্দ	প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
		অর্থ বছর	টাকা
জিওবি	১২৪১.৭২	২০২১-২০২২	৫২.৮৬
		২০২২-২০২৩	২২৫.৪৮
জাইকা	২৯৮০.৬০	২০২১-২০২২	৪২৮.৭৫
		২০২২-২০২৩	৭০০.০০
মোট	৪২২২.৩২		১৪০৭.০৯

STIRC প্রকল্প কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, প্রধান কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প' এর সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম:

Strengthening the Inspection, Regulatory and Coordinating Function of the Bangladesh Food Safety Authority (STIRC) প্রকল্পের আওতায় 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, প্রধান কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প' এর সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি (IIFC) মাধ্যমে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, প্রধান কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প এর সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত IIFC সাথে চুক্তি স্বাক্ষর।

প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান (অভ্যন্তরীণ):

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয় কর্মরত ০৯ম গ্রেডের ২৫ জন কর্মকর্তাগণকে গত ২২-২৬ জনুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সিভাসু ক্যাম্পাস কক্সবাজারে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত ফুড ইন্ডাস্ট্রি, সি-ফুড ইন্ডাস্ট্রি, কাঁচা বাজার পরিদর্শন ও ইন্সপেকশন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান এবং কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান:

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ২৪ জন কর্মকর্তাকে থাইল্যান্ড এ "Food Safety Administration training in Thailand for Bangladesh Food Safety Authority (BSFA) officers" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের খন্ডচিত্র

কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত:

সাতক্ষীরা জেলায় নিরাপদ মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক জনসচেতনতামূলক ০১টি কর্মশালা গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা জেলায় নিরাপদ মধুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক জনসচেতনতামূলক কর্মশালার স্থিরচিত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান, ধারণা প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২টি পাইলট জেলার ২২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট ৪৪৯ জন শিক্ষককে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: প্রাথমিক বিদ্যায়ের শিক্ষকদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

১. ১২টি পাইলট জেলাসমূহে খাদ্য নমুনা পরীক্ষার নিমিত্ত ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটি প্রদান করা হয়েছে এবং দ্রুত পরীক্ষণ কীট (Rapid Testing Kit) ব্যবহার করে খাদ্য নমুনা পরীক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বরগুনা জেলায় দ্রুত পরীক্ষণ কীট (Rapid Testing Kit) ব্যবহার করে খাদ্য নমুনা পরীক্ষণ ও ময়মনসিংহ জেলায় খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন।

BFSA

২. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ইফতার প্রস্তুত, বিক্রয় ও পরিবেশনে করণীসমুহ এর উপর লিফলেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে ১২ টি পাইলট জেলা তে ১০,০০০ পিস লিফলেট প্রেরণ করা হয়েছে।

ইফতার বাজারে মনিটরিং ও লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম।

৩. ১২ টি পাইলট জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পোষ্টার ৫,৫০০, ফ্লাইয়ার ১,৫০০ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পোষ্টার, ফ্লাইয়ার বিতরণ।

৪. **মিষ্টি উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত:** ঢাকা, কুমিল্লা, নওগাঁ, বরগুণা ও ময়মনসিংহ জেলার মিষ্টি উৎপাদনকারীদের ০৬টি ব্যাচে মোট ১৮৬ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলায় মিষ্টি উৎপাদনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম।

BFSA

৫. খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র উন্মোচনকরণ:

খাদ্যকর্মীদের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্য বিপত্তি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক দূষণ এবং কাঁচা ও রান্না খাবার আলাদা রাখার গুরুত্ব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ভিডিও চিত্রটি খাদ্যকর্মীদের প্রদানের নিমিত্ত উন্মোচন করা হয়েছে।

খাদ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র উন্মোচন।

৬. ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শনের নিমিত্ত ডিজিটাল এ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন ও টেস্টিং কার্যক্রমের রির্পোটিং ও ফিডব্যাক এর জন্য কর্তৃপক্ষের ২০ জন কর্মকর্তাকে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের পক্ষে ল্যাপটপ গ্রহণ করছেন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার।

পরিদর্শন ও টেস্টিং কার্যক্রমের রির্পোটিং ও ফিডব্যাক এর জন্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের ল্যাপটপ প্রদান।

৭. পাইলট জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এবং নমুনা সংগ্রহ সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

১২টি পাইলট জেলাসমূহের ১২ জন নিরাপদ খাদ্য অফিসার এবং ১২ জন নমুনা সংগ্রহ সহকারীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক দ্রুত পরীক্ষণের (Rapid Test) জন্য খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ এবং পরিদর্শন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক দ্রুত পরীক্ষণের (Rapid Test) জন্য খাদ্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ এবং পরিদর্শন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

পটভূমি:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লাল-সবুজের বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিলো একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা'। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে একটি সুস্থ-সবল, মেধাবি ও কর্মক্ষম জাতি গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পিউর ফুড অর্ডিন্যান্স (**Pure Food Ordinance, 1959**) প্রবর্তনের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব না হওয়ার কারণ হিসেবে যুগোপযোগী নিরাপদ খাদ্য আইন প্রণীত না হওয়া এবং আইন দ্বারা গঠিত নিরাপদ খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ না থাকাসহ নিরাপদ খাদ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের আপামর মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং একটি কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ আইন প্রবর্তন করা হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে কার্যকর এ আইনের অধীনে সরকার ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করে।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ, খাদ্যবিষয়ে কল সেন্টার ও এ্যাপস নির্ভর অভিযোগ ও মতামত গ্রহণ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কিটস সমৃদ্ধ মোবাইল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত ও কার্যকর মনিটরিং তথা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি ০১ জুন ২০২১ তারিখে একনেক সভায় পাশ হয়। বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য (১০০৬০.৯০ লক্ষ টাকা) ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা এবং খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণের জন্য বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে মিনি ল্যাবরেটরি ও ক্যামিকেল স্টোর স্থাপন করা;
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা, কর্মচারি, অংশীজন এবং সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়ীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিএফএসএ প্রধান কার্যালয়ে ডাটাবেইজ তৈরির মাধ্যমে সারাদেশের খাদ্যস্থাপনা, রেস্তোরাঁ ও বাজার ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ও নজরদারি (Surveillance) কার্যক্রম জোরদার করা;
- জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত, পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনলাইন কল সেন্টার স্থাপন; এবং
- জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসসহ অনুরূপ অন্যান্য দিবসে র‍্যালি এবং প্রচার/প্রচারণা,টিভি ক্লিপ, ভিডিও ইত্যাদি প্রচার এবং বিভিন্ন প্রকাশনা (বুকলেট, লিফলেট, গাইডলাইনস, এসওপি) ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সারাদেশে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

BFSA

প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)
৪. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৫. প্রকল্প শুরুর তারিখ : ০১ জুলাই, ২০২১ খ্রি.
৬. প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রি.

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

মোট	:	১০০৬০.৯০ লক্ষ টাকা
জিওবি	:	১০০৬০.৯০ লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ	:	০.০০ লক্ষ টাকা
অন্যান্য	:	০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	টাকা (লক্ষ টাকায়)
২০২১-২০২২	৩৫৬.৩৪
২০২২-২০২৩	৩৫৫১.৩৭
২০২৩-২০২৪	৪৮৮৫.৬০
২০২৪-২০২৫	১২৬৭.৫৯
মোট	১০০৬০.৯০

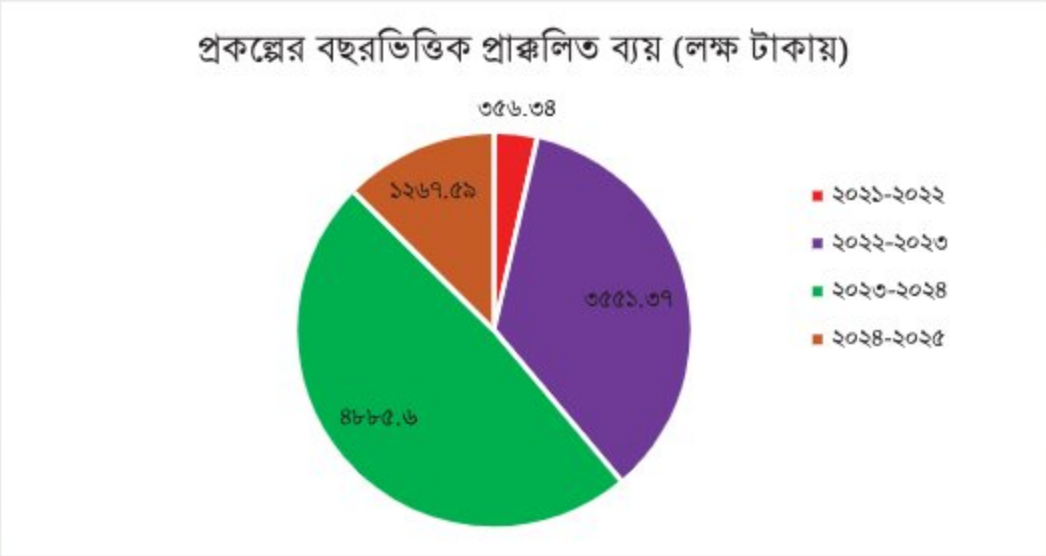

BFSA

প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ

প্রকল্পের কার্যক্রম:

১. ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা:

মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, খাদ্য তৈরির কারখানা, সংরক্ষণাগার, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার দোকান, স্থাপনা, হোটেল, ফল-মূলের দোকানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের খাদ্য ও খাদ্যের উপকরণ নিয়মিতভাবে তদারক করে থাকেন এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাদের এ সকল কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও দৃশ্যমান করার জন্য প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অনলাইন সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ:

নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ দেশব্যাপি কার্যকর করার জন্য খাদ্যব্যবসা ও উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার এর তালিকা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপি খাদ্যব্যবসার সাথে জড়িত সকল উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী, মজুতকারী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীগণ, আমদানী ও রপ্তানীকারকগণ, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে সফটওয়ার ব্যবহার করে একটি উন্নত ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে এবং উক্ত ডাটাবেইজ ব্যবহার করে খাদ্যস্থাপনা পরিদর্শন, মনিটরিং এবং খাদ্যের নিরাপদতা রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩. মোবাইল ল্যাবরেটরি চালুর মাধ্যমে খাদ্যপরীক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ:

খাদ্যে ভেজাল ও দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যোপকরণ তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ সুবিধার জন্য প্রকল্পের আওতায় ০৭ (সাত)টি মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা হবে। মোবাইল ল্যাবরেটরি চালুর মাধ্যমে দেশব্যাপি খাদ্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রধান কার্যালয়ে মিনি ল্যাবরেটরি ও ক্যামিকেল স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে নমুনা বিশ্লেষণ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইতোমধ্যে মোবাইল ল্যাবরেটরি সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ে মিনিল্যাবরেটরি স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪. কল সেন্টার স্থাপন:

জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগ, আপত্তি, মতামত ও পরামর্শ তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এ বিষয়ে পরামর্শ ও করণীয় সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য অনলাইন কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মহোদয় বিগত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের টোল ফ্রি হটলাইন (নম্বর ১৬১৫৫) শুভ উদ্বোধন করেছেন। প্রতিদিন সকাল ০৮:০০ থেকে রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত কল সেন্টার থেকে জনসাধারনকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি মহোদয় কর্তৃক কল সেন্টার (১৬১৫৫) উদ্বোধন

BFSA

৫. জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

সারা দেশে সকল শ্রেণি ও পেশার জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৫৫০টি কর্মশালা/সেমিনার/র‍্যালি আয়োজন করা হবে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবসা সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডার, জনপ্রতিনিধি, ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের সকল শ্রেণির জনসাধারকে ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সচেতনতামূলক ভিডিও ও প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপনসহ নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, টিভি ক্লিপ, ভিডিও ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের আনাচে-কানাচে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণসহ সকল অংশীজনকে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঝালকাঠি জেলা কর্মশালায় উপস্থিত আছেন জনাব আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু এম.পি, সাবেক শিল্প ও খাদ্য মন্ত্রী, সভাপতি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

ঢাকা জেলার সাভারে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে খাদ্য নিরাপদতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, খাদ্য তৈরির কারখানার কর্মচারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, হোটেল/রেস্তোরাঁ মালিক এবং ফল-মূলের ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ প্রকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

BFSA

টাঙ্গাইলে খাদ্য ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন জনাব মো: ইসমাইল হোসেন এনডিসি, সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বরিশালে খাদ্য ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী:

সারা দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫ লক্ষ খাদ্যসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর মধ্যে থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বারের মত ১,৫৮,০০০ (এক লক্ষ আটান্ন হাজার) জন অংশীজনকে সম্পৃক্ত করা হবে। সরাসরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৪০০ জন, কর্মশালার মাধ্যমে ৮০০০ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালির মাধ্যমে ১,৪৭,৬০০ জন জনপ্রতিনিধি, খাদ্য উৎপাদনকারী, খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় জড়িত কর্মচারী, হোটেল ব্যবসায়ী, ফল বিক্রেতা ও ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

বগুড়ায় খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন জনাব মো: খুরশীদ ইকবাল রেজভী, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

টেকনাফে সুবিধাভোগী খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন উপপরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, টেকনাফ।

BFSA

প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জনসমূহ

প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি:

অর্থ বছর	বরাদ্দকৃত টাকা (লক্ষ টাকায়)	(লক্ষ টাকায়)
২০২১-২০২২	৪২৮.০০	৩৫৬.৩৪
২০২২-২০২৩	৩৪৭৭.০০ *(২৯৫৫.৪৫)	২৯৪৬.৮৪
মোট	৩৩৮৩.৪৫	৩৩০৩.১৮

*২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে 'বি' ক্যাটাগরির প্রকল্প হিসেবে মোট বরাদ্দের ৮৫% হিসেবে ২৯৫৫.৪৫ লক্ষ টাকা খরচের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল।

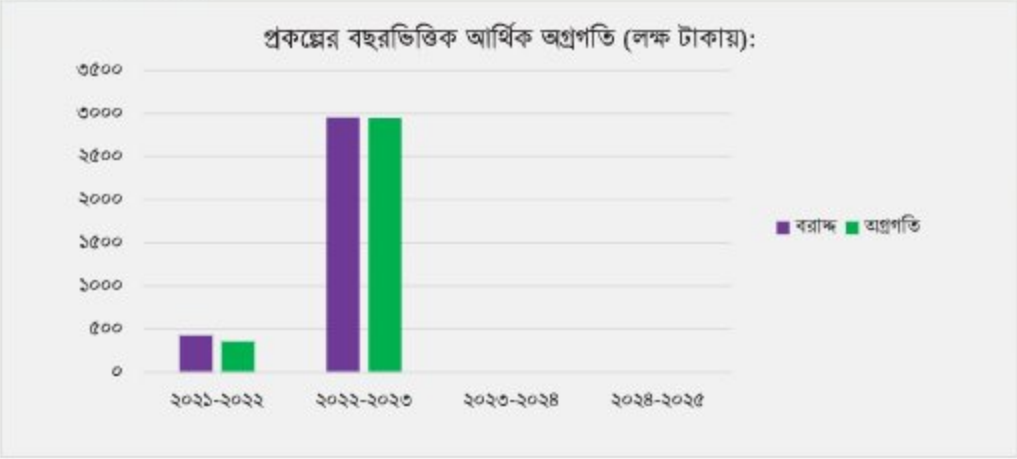

প্রকল্পের আওতায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

কিশোরগঞ্জে স্কুল পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন জনাব মো: আব্দুল কাইউম সরকার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজার জেলা কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ আহমেদ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	প্রকল্পের মোট লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.	জনসচেতনতামূলক অডিও ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	১০টি	৫টি
২.	জনসচেতনতামূলক বিলবোর্ড স্থাপন (ডিজিটাল-৩০টি সাধারণ-২৫০টি)	২৮০টি	১৪৭টি (সাধারন-১১৭টি ডিজিটাল-৩০টি)
৩.	বুকলেট, লিফলেট, গাইডলাইন, এসওপি ইত্যাদি তৈরি ও বিতরণ	থোক	৫.০০ লক্ষ (লিফলেট, বুকলেট, পারিবারিক নির্দেশিকা, ফেস্টুন ইত্যাদি)
৪.	কর্মকর্তা, কর্মচারী, নমুণা সংগ্রহকারী ও খাদ্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ	৯৭ ব্যাচ	২৪ ব্যাচ
৫.	ওয়ার্কশপ ও সেমিনার (কেন্দ্রীয়-২, বিভাগীয়-৮, জেলা-৬৪)	৭৪টি	২৫টি
৬.	উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ও অনুরূপ দিবস উপলক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা ও র‍্যালি আয়োজন	১৪৭৬টি	৪৩২টি
৭.	মোটর সাইকেল বিতরণ (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	৭৬টি	৩৭টি
৮.	মিনি ল্যাবরেটরি কাম সাইন্টেফিক ষ্টোর স্থাপন	১টি	স্থাপন কার্যক্রম চলমান
৯.	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি (ডেস্কটপ-৮২ ও ল্যাপটপ-৮০)	১৬২টি	৫২টি (ডেস্কটপ-১০টি ল্যাপটপ-৪২টি)
১০.	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার-৭৪, মাল্টিমিডিয়া-৭৪)	১৪৮টি	১১৩টি (ফটোকপিয়ার-৫৬টি মাল্টিমিডিয়া-৫৭টি)
১১.	আসবাবপত্র বিতরণ (প্রকল্প অফিস ও জেলা পর্যায়ের অফিসসহ)	৭৩ সেট	১৯ সেট
১২.	মোবাইল ল্যাবরেটরি (ভেইকেল, যন্ত্রপাতিসহ) সংগ্রহ	৭টি	কার্যাদেশ প্রদানকৃত
১৩.	রেফ্রিজারেটর (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	৭৩টি	৫৮টি
১৪.	আইস বক্স ও সেম্পল কালেকশন কিট বিতরণ (জেলা অফিস ও সদর দপ্তর)	৪৯২টি	৩৬৯টি
১৫.	ডাটা বেইজ স্থাপন	১টি	-
১৬.	কল সেন্টার স্থাপন	১টি	০১ টি স্থাপিত নম্বর ১৬১৫৫

BFSA

উপসংহার:

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য শুধু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্যের মাধ্যমে অপুষ্টির অভাব দূর করে সুস্থ সবল মেধাবী জাতি গঠন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তারই সূত্র ধরে ২০২৩ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **"নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি; স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি"।**

দেশের খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন হতে খাবার টেবিল পর্যন্ত খাদ্যকে জনগণের জন্য নিরাপদ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে জনসচেতনতামূলক সেমিনার, স্কুল সেমিনার, গৃহিণীদের নিয়ে উঠান বৈঠক, নিয়মিতভাবে খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন, অনলাইন মনিটরিং, পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বিতরণ, অভিযোগ ও মতামত জানার জন্য হটলাইন নাম্বার ১৬১৫৫, খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা, অনলাইন Laboratory Information Repository প্রণয়ন, খাদ্য পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড হারমোনাইজেশন, বৈদেশিক আয় বাড়াতে রপ্তানিযোগ্য খাদ্যপণ্যের স্বাস্থ্য সনদ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

দেশে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার পাশপাপাশি নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ অর্জনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ, কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের নিরাপদতার মান উন্নয়ন, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

BFSA

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪, ৫, ৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ অনেক খাদ্য ব্যবসায়ী খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর মাধ্যমে ঝালমুড়ি, ফুচকা, সমুচা, রোল, সিঙ্গারা, পেঁয়াজু, জিলাপি, পরোটা ইত্যাদি পরিবেশন করছেন, যা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এ ব্যবহৃত কালিতে ক্ষতিকর রং, পিগমেন্ট ও প্রিজারভেটিভস থাকে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এছাড়া পুরনো কাগজে রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবও থাকে। খবরের কাগজ/ছাপা কাগজ/লিখিত কাগজ এর ঠোঙায় বা উক্ত কাগজে মোড়ানো খাদ্য নিয়মিত খেলে, মানবদেহে ক্যানসার, হৃদরোগ ও কিডনীরোগসহ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এমতাবস্থায়, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও পথ খাবার ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে খাদ্য স্পর্শক প্রবিধানমালা, ২০১৯ অনুসরণ করে পরিস্কার ও নিরাপদ ফুডগ্রেড পাত্র ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

জিডি-১৭৭৯

BFSA

ফলমূল ও শাকসবজিতে ফরমালিন প্রয়োগ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের

গণবিজ্ঞপ্তি

ফলমূল ও শাকসবজি সংরক্ষনে বা টাটকা ও সতেজ রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করা হয় মর্মে জনমনে কিছু বিভ্রান্তির সঞ্চার হয়েছে। ফলে ফলমূল ও শাকসবজি গ্রহণে ভোক্তাদের মাঝে এক ধরনের ভীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ফলমূল ও শাকসবজি হচ্ছে তন্তু (ফাইবার) জাতীয় খাবার যেখানে প্রোটিনের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। ফরমালিন হচ্ছে ৩৭% ফরমালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ এবং অতি উদ্বায়ী একটি রাসায়নিক যৌগ যা মূলতঃ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের সাথে বিক্রিয়া করে। তাই ফলমূল বা শাকসবজি সংরক্ষনে ফরমালিনের কোন ভূমিকা নেই। উপরন্তু প্রাকৃতিকভাবেই প্রত্যেক ফলমূল ও শাকসবজিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (গড়ে ৩-৬০ মিলিগ্রাম/কেজি মাত্রায়) ফরমালডিহাইড থাকে যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।

এ বিষয়ে সম্প্রতি **FAO**-এর সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে, দেশের ফলমূল, শাকসবজিসহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ফরমালডিহাইডের উপস্থিতি স্ব স্ব খাদ্যপণ্যের প্রাকৃতিক মাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী গড়ে যে পরিমাণ ফরমালডিহাইড দৈনিক খাবার থেকে গ্রহণ করে, তা সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় চেয়ে অনেক কম।

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলমূলের সংরক্ষণকাল স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বাড়ানো যায়, যেমন আপেল সংরক্ষনে আপেলের গায়ে খাওয়ার যোগ্য মোমের পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয় যা আপেলের শ্বসন প্রক্রিয়া ও জলীয় অংশ হ্রাস রোধ করে এবং অনুজীবের আক্রমন থেকে রক্ষা করে আপেলকে দীর্ঘদিন সতেজ ও চকচকে রাখে।

তথাপি ফলমূল ও শাকসবজি কাঁচা বা রান্না করার পূর্বে বাহ্যিক ও অনুজৈবিক দূষক হ্রাস করার জন্য নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে খাওয়ার বা রান্না করার পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। রোগ প্রতিরোধকারী খাবার হিসেবে ফলমূল ও শাকসবজি প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় থাকা অপরিহার্য। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তির প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য অন্যান্য খাবারের সাথে কমপক্ষে ১০০ গ্রাম শাক, ২০০ গ্রাম অন্যান্য সবজি ও ১০০ গ্রাম ফল খাওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অবগতির জন্য আরো জানাচ্ছে যে, যদি কেউ ফরমালিনসহ অন্য যে কোন অননুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য ফলমূল, শাকসবজিসহ অন্যান্য খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এ কঠোর শাস্তির (৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড) বিধান রয়েছে। এছাড়াও ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ফরমালিনের যে কোন অননুমোদিত ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৫৫১৩৮০০০, ফ্যাক্স: ৫৫১৩৮৬০২, www.bfsa.gov.bd

BFSA

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক
পারিবারিক নির্দেশিকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
নিরাপদ খাদ্য
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Food Safety Authority
STIRC

BFSA